আপনার শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা ও রেসিপি পাঠানোর শেষ তারিখ
প্রতি সপ্তাহের
বৃহস্পতিবার

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

আজই একটি জীবন বীমা করে
আপনার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ
Zenith Islami Life Insurance Ltd.
ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত
www.zenithlifebd.com
অফিসঃ ০১৯৭৮-৬৮৯৫১৫

রেজিষ্টার্ডঃ ঢা.প্র.জেঃ ৬০৫১ | ১২ বর্ষ | সংখ্যা - ২৪ | সোমবার | ২৮ জুন ২০২১ | ১৪ আষাঢ় ১৪২৮ | মূল্যঃ ৮ টাকা

কঠোর লকডাউনে বাংলাদেশ

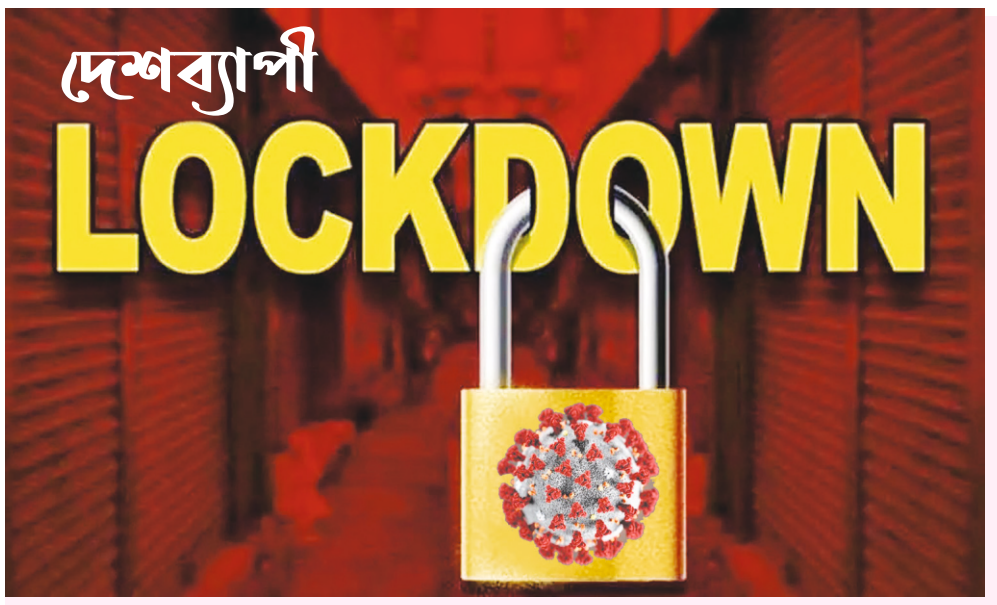

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আজ সোমবার (২৮ জুন) থেকে ফের লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এ লকডাউনের আওতায় বন্ধ থাকবে শপিং মল, মার্কেট ও দোকানপাট।

এছাড়া বন্ধ থাকবে বিনোদন কেন্দ্র, রিসোর্ট; তবে খোলা থাকবে সরকারি-বেসরকারি সব অফিস। সোমবার থেকে শুরু হওয়া লকডাউনে প্রথম তিনদিন কিছুটা শিথিল দিলেও আগামী ১ জুলাই থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক লকডাউন শুরু হবে। আজ রবিবার (২৭ জুন) বিকেলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আগের সব বিধি নিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কিছু শর্তাবলী সংযুক্ত করে ২৮ জুন সকাল ৬টা থেকে থেকে ১ জুলাই সকাল ৬টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো।
এদিকে, এতদিন বিধি নিষেধের মধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে মুভমেন্ট পাস নিয়ে কড়াকড়ি ছাড়া তেমন কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এবার যে বিধি নিষেধ দেওয়া হয়েছে, তাতে কোনো শিথিলতা দেখাবে না পুলিশ।

কঠোর লকডাউন সুন্দরভাবে পালন করতে সেনা বাহিনী মাঠে থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। রবিবার (২৭ জুন) সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অধীন দপ্তর-সংস্থাগুলোর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সামনে যে লকডাউন, সেখানে পুলিশ থাকবে, বিজিবি থাকবে। সেনাবাহিনীর সদস্যরাও এবার থাকবে, যাতে লকডাউনটা সুন্দরভাবে পালিত হয় এবং ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণটা রোধ হয়, মৃত্যুর সংখ্যাও যাতে অনেক কমিয়ে আনতে পারি।

তিনি বলেন, হাসপাতালগুলো অলরেডি অকুপাইড হয়ে গেছে, মানে রোগী ফিলাপ হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। জাহিদ মালেক আরও বলেন আমরা যদি করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে আমাদের ক্যাপাসিটি কিন্তু ডাউন হয়ে যেতে পারে। বিদেশে যারা কর্মী যায়, সে জায়গাটা ব্যাহত হবে, ভিসা পেতে কষ্ট হবে, দিতে চাইবে না। কাজেই সব দিকে লক্ষ্য রেখে জীবনরক্ষা করতে হবে। দেশে যদি করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারি, তাহলে অর্থনীতিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।
লকডাউনের সরকার কর্তৃক যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা হলো-

* সারাদেশে পণ্যবাহী যানবাহন ও রিকশা ব্যাতীত সকল গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিত টহলের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
*সকল শপিং মল, মার্কেট, দোকানপাট, পর্যটনকেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার এবং সব ধরনের বিনোদনকেন্দ্র বন্ধ থাকবে।
* খাবারের দোকান, হোটেলে -রেস্তোরা সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এসব হোটেল-রেস্তোরা শুধুমাত্র খাবার বিক্রয় করতে পারবে। হোটেল রেস্তোরায় বসে কেউ খেতে পারবেন না।
* সরকারি-বেসরকারি সকল অফিস ও প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় লোকজন আনা-নেওয়া করবে।

করোনায় মারা গেছেন ১৩৩ জন ব্যাংকার

করোনা মহামারি শুরুর পর গত মে পর্যন্ত ১৫ মাসে মারা গেছেন দেশের ব্যাংকের ১৩৩ কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৩৯৯ জন। চলতি জুনে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেড়েছে। করোনায় আক্রান্ত ব্যাংকারের পরিসংখ্যান গত বছর মার্চে করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকে গত মে মাস পর্যন্ত ১২টি ব্যাংকের করোনা আক্রান্ত ব্যাংকারের হিসাব।

- সোনালী ব্যাংক ২,৭৯৫
- ইসলামী ব্যাংক ২,৪০৭
- জনতা ব্যাংক ১,০৯৫,
- ডাচ বাংলা ব্যাংক ১,০০৯
- পূবালী ব্যাংক ৯৮৮
- ব্রাক ব্যাংক ৮০৪
- দি সিটি ব্যাংক ৮০০
- ন্যাশনাল ব্যাংক ৭৮৫
- অগ্রণী ব্যাংক ৭১০
- ইউসিবিএল ৬৮৪
- কৃষি ব্যাংক ৬০১
- রাকাব ২০৩

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্যাংকারদের পরিবারকে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। কর্মচারী মারা গেলে দেওয়া হচ্ছে ২৫ লাখ টাকা। আর ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার থেকে অফিসারের নিচের পদমর্যাদার কর্মকর্তার পরিবার পাচ্ছেন ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। লকডাউনে ব্যাংকারদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে বেসরকারি বেশির ভাগ ব্যাংকই তা মানছে না। আর ব্যাংক শাখাতেও মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব। ফলে ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আক্রান্তের পরিমাণও বেশি।

ব্যাংকারদের মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যেসব ব্যাংকে গ্রাহক ভিড় যত বেশি, সেই ব্যাংকের আক্রান্তের সংখ্যাও তত বেশি। পাশাপাশি যেসব ব্যাংক করোনা প্রতিরোধে বেশি ব্যবস্থা নিয়েছে, ওই ব্যাংকের কর্মকর্তারাও নিজেদের বেশি সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন।

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০৬ জন। আর গত মে পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৩৯৯ জন। ফলে ব্যাংকের জনবলের প্রায় ১৪ শতাংশই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

সোনালী ব্যাংক ২৫, ইসলামী ব্যাংক ৬, জনতা ব্যাংক ১৫, ডাচ বাংলা ব্যাংক ১, পূবালী ব্যাংক ১ র‍্যাক ব্যাংক ১, দি সিটি ব্যাংক ৩, ন্যাশনাল ব্যাংক ৬, অগ্রণী ব্যাংক ১০, ইউসিবিএল ৫, কৃষি ব্যাংক ১০, রাকাব ৯।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত *(বিস্তারিত ৩য় পৃষ্ঠায়..)*

কাশিয়ানীতে নিখোঁজের একদিন পর বাগানে মিলেছে মরদেহ

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নিখোঁজের একদিন পর মোঃ ওহিদুল সরদার (৩৮) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ বাগান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২৮ জুন) সন্ধ্যার পর উপজেলার তারাইল বড় মাঠ এলাকার একটি বাগান থেকে ওই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওহিদুল উপজেলার কলসি ফুকরা গ্রামের চাঁন সরদারের ছেলে।

কাশিয়ানী থানার এসআই সজীব কুমার মন্ডল জানান, রোববার রাতে ওহিদুল নিখোঁজ হন।

পরিবারের লোকজন ও স্বজনরা তাকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করেন। না পেয়ে ওহিদুলের ভাই পিন্টু সরদার সোমবার দুপুরে কাশিয়ানী থানায় একটি জিডি করেন। জিডির ভিত্তিতে নিখোঁজের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরই মধ্যে সন্ধ্যায় ওই বাগানে মরদেহ পড়ে থাকতে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

কাশিয়ানী থানার ইনচার্জ মোঃ আজিজুর রহমান ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানান, নিহতের মাথা, মুখ ও গলা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গলায় পরণের লুঙ্গী পেঁচানো ছিল। তবে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এ হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সন্দেহ ভাজন চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলফাডাঙ্গায় সংঘর্ষঃ আহত ২

ফরিদপুর প্রতিনিধিঃ আলফাডাঙ্গা জমি জমাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংর্ঘষের ঘটনা ঘটেছে।

গত সোমবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৮টার দিকে দক্ষিন মালা গ্রামের গেদু শরীফ (৫০), এবং একই গ্রামের মমিনুর (২৫), এর মধ্যে জমি জমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে উত্তর মালা বারাশিয়ার নদীর ধারে তিন রাস্তার মোড়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মমিনুর এর দলবল গেদু শরীফ কে কোপাইয়া গুরুতর জখম করে। গেদু শরীফের চিৎকার শুনে তার স্ত্রী কহিনুর বেগম (৪৫) আগাইয়া আসলে মমিনুর এর লোকজন তাকেও কোপাইয়া গুরুতর জখম করে। আহত দুইজনকে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এবং পরে অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিক ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সংবাদ পেয়ে আলফাডাঙ্গা থানার এসআই মোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন।
এ প্রসংগে আলফাডাঙ্গা থানার ওসি মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান বলেন- এ ব্যাপারে এখনো কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি।

সম্পাদকীয়

করোনাঃ বিশেষায়িত লকডাউন

বিশ্বব্রহ্মান্ডের কোন এক কোণে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আমাদের এ ছোট্ট পৃথিবী। যা তার কক্ষপথকে প্রদক্ষিণ করতে লাগে পুরো একটি বছর। আর এরকম আরো যে ৮টি গ্রহ রয়েছে তারাও চক্র কাটছে এর সাথে সাথে। এ চক্রের পথপরিক্রমা যে রেখায় চলে তার সবগুলোকে নিয়েই আমাদের সৌরজগত।

এই পুরো সৌরজগতটাকে নিয়ে আবার সূর্যকে ঘুরতে হয় তার একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে। এ যাত্রায় তার লাগে প্রায় ১০০ বছর। এই দীর্ঘ পথযাত্রার এক অঞ্চলে এসে পৌছালে আমাদের পৃথিবীকে পোহাতে হয় এক নতুন অঞ্চল। সে অঞ্চলের আবহাওয়া মোটেও স্যুট করে না আমাদের মানব জীবনের সাথে, তাই প্রতি ১০০ বছর পরে পৃথিবীতে মহামারীর ন্যায় সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস। তেমনি একটি ভাইরাসের নাম "কোভিড-১৯"। এমনি মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার এক পদার্থ বিজ্ঞানী, যিনি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানেও ডক্টরেট করেছিলেন।

২০২০ সালের নভেম্বরে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে অদ্যাবধি সারা বিশ্বকে অসুস্থ করে দেবার মূল হোতা, যার নাম মানব বিধ্বংসী করোনা। যার দাপুটে হানায় প্রাণ গেছে বিশ্বের প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের। কেউ চেষ্টা করছে বাঁচার চেষ্টা; আবার কেউ করে যাচ্ছে করোনা কে নিশ্চিহ্ন করার অহর্নিশি গবেষণা। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও আমরা এখনো এর পীড়ায় ভুগছি। কখনো চীন, কখনো রাশিয়া, ইউরোপ কখনো তো আবার ভারত। কোন দেশ থেকে এই টিকা আমাদের বাংলা শরীরে কার্যকর হবে তার সন্ধানে এখনো আমরা ব্যস্ত।

লকডাউনঃ করোনা থেকে নিজেকে রক্ষার করার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে 'লকডাউন' নামের এক 'সন্ধি' কে। আসলে এ সন্ধি সমাজ আর পরিবেশের থেকে নিজেকে আলাদা করার সন্ধি।

তারপরেও বিশ্ব বিজেতা বিজ্ঞানীরা গত বছর এ সন্ধিকেই বেছে নিয়েছিলেন রক্ষা কবচ হিসেবে। যদিও তারা এখন এ লকডাউনকে আর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। ইসলামের দৃষ্টিতেও ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, আলাহ তায়ালা যাকে আক্রান্ত করতে চান, শুধু সে ই আক্রান্ত হবে, এরপরে বাঁচতেও পারে আবার ফিরতেও পারে। তবে যে অঞ্চলের মানুষ আক্রান্ত তারা সে অঞ্চলেই থাকার নির্দেশও দেয়া হয়েছে; কারণ, সুস্থ ব্যক্তিরা যাতে ভীত না হয়।

আসুন, আমরা স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলি, ঘরে থাকি, অকারণে বাইরে অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য না যাই। আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন।

টিকা উৎপাদন কারখানা হবে গোপালগঞ্জে

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, শুধু লকডাউন নয়, ভ্যাকসিন নির্ভরশীল হতে চায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশে টিকা উৎপাদন কারখানা হবে গোপাল গঞ্জে। শনিবার মানিকগঞ্জে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই চীনের ভ্যাকসিনও চলে আসবে এবং ভ্যাকসিন কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে লকডাউন কার্যকর হলে এবং সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে খুব দ্রুতই করেনাভাইরাস প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

জাহিদ মালেক বলেন, ভারতের সঙ্গে তিন কোটি ভ্যাকসিন ক্রয়ের চুক্তি হলেও এখন পর্যন্ত ১ কোটি ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে। চীনের সঙ্গে দেড় কোটি ভ্যাকসিন চুক্তি ছাড়াও কোভ্যাক্স থেকে ছয় কোটি ভ্যাকসিন বুকিং দেওয়া হয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

কাশিয়ানীতে বেড়েই চলছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানীতে দিন দিন বেড়েই চলছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি চরম ভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। ঠিলাঢালা ভাবে চলছে লগডাউন।

সরকারি হিসাব অনুসরে কাশিয়ানী উপজেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪৬ জন। এ পযর্ন্ত কাশিয়ানী উপজেলায় সরকারি হিসাব অনুসরে করোনা আক্রান্ত হয়ে ১০ জনের মৃত্যূ হয়েছে।

কাশিয়ানী উপজেলা ১০০ শয্যা বিশিস্ট হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সুব্রত কুমার সাহা জানান, কাশিয়ানী হাসপাতালে মোট ৫১১২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুসরে আক্রান্ত সংখ্যা মোট ৮৪৬ জন। এপর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৭৪১ জন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারেইনটেনে ৯৩ জন ও আইসোলেশনে ৯৪ জন এবং হাসপাতালে ০১ জন রোগী রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ জন রোগীর মৃত্যূ হয়েছে। তবে আরো দুই জনের অবস্থা অবনতি হলে তাদেরকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিদিনই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্য বিধি না মানলে দ্রুত অবস্থার আরো অবনতি হতে পারে। কাশিয়ানী উপজেলাবাসীকে চরম মাসুল গুনতে হতে পারে।

৪৩ বার করোনা পজিটিভ; তারপরেও বেঁচে আছেন

জ্যাকসন নামক ব্রিটেনের এক ব্যক্তি গত ১০ মাস ধরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। এখন পর্যন্ত তিনি ৪৩ বার কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছেন এবং সাত বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। বিবিসি টেলিভিশনের বরাত দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে এনডিটিভি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (২৪ জুন) গবেষকরা জানিয়েছেন, বারবার আক্রান্তের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের দীর্ঘতম সংক্রমণের রেকর্ড। ডেভ স্মিথ নামে ৭২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি পশ্চিম ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলের বাসিন্দা। তিনি পেশায় সাবেক ড্রাইভিং প্রশিক্ষক।

বিবিসি টেলিভিশনকে তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ৪৩ বার করোনা পজিটিভ হয়েছেন এবং সাত বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। এমনকি একটা সময় নিজের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করারও চিন্তা করেছিলেন।

দীর্ঘ এই সময়ে নিজ বাড়িতে তার সঙ্গে কোয়ারিন্টাইনে ছিলেন স্ত্রী লিন্ডা। তিনি বলেন, এমন অনেক সময় এসেছে যখন আমরা এটা চিন্তা করতে পারতাম না যে, সে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। এটি ভয়ানক বছর ছিল। ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টল ও উত্তর ব্রিস্টলের এনএইচএস ট্রাস্টের সংক্রমক বিশেষজ্ঞ এড মোরান বলেন, পুরো সময় জুড়েই স্মিথের শরীরে ভাইরাসটি ছিল। তবে তিনি বর্তমানে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বড় হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা

সানাউল্লাহ সাকিবঃ

দেশে দিন দিন ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশ ঘটছে। ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ২৭.৫৪ শতাংশই রয়েছে ইসলামি ব্যাংকগুলোর কাছে। এ ছাড়া মোট বিতরণ করা ঋণের ২৫.৩৩ শতাংশ দিয়েছে তারা। প্রবাসী আয়েরও ৩৩ শতাংশ আসে ইসলামি ব্যাংক গুলোর মাধ্যমে।

বিশ্বে ব্যাংক ব্যবস্থা ৬০০ বছর আগে যাত্রা শুরু করলেও ইসলামি ধারার ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু হয় ১৯৬৩ সালে। আর বাংলাদেশে তা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে দেশি-বিদেশি উদ্যোগ ও সরকারি-বেসরকারি মালিকানায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বর্তমানে দেশে ইসলামি ধারার ব্যাংকের সংখ্যা ১০। এর মধ্যে সাতটি ব্যাংকই অবশ্য একটি পরিবারের।

আরও অনেক ব্যাংক বিশেষায়িত শাখা ও উইন্ডো

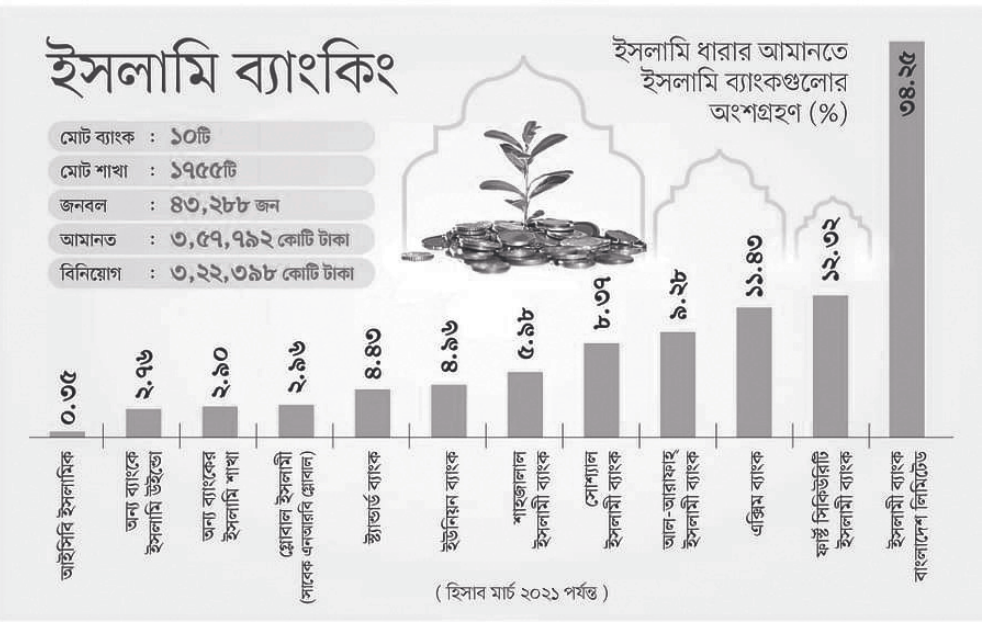

খোলার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। এ ছাড়া অন্য অনেক প্রচলিত ব্যাংকও এখন ইসলামি ধারার সেবা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের ব্যাংক খাতের মোট আমানত ও ঋণের ২৭ শতাংশ হচ্ছে ইসলামি ব্যাংকগুলোর। তবে ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলো কতটা শরিয়াহ মেনে ব্যবসা করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেশে ইসলামি ধারার ব্যাংকিং শিক্ষার কোনো কাঠামোও গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রচলিত ধারার ব্যাংকাররাই পরিচালনা করছেন ইসলামি ধারার ব্যাংকিং কার্যক্রম।

দেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসা ক্রমেই বড় হচ্ছে। তবে ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর ব্যবসাই শুধু বাড়ছে না, বরং দেশের ব্যাংক খাতের অনেক কিছুর শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল)। দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঋণ বিতরণ করেছে এই ব্যাংক। বিদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয়ও আসে ব্যাংকটির মাধ্যমে।

ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যবসা সম্পর্কে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক শাহ মো. আহসান হাবিব প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। তাই এখানে ইসলামি ব্যাংকের চাহিদা এমনিতেই তুঙ্গে। এ জন্য অনেকেই এই ধারায় যুক্ত হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের নামে যে ব্যবসা হচ্ছে, তার পুরোটাই একটা কৌশলমাত্র। তাদের কাছে প্রচলিত ব্যাংক থেকে ভিন্ন কিছু নেই। আবার ইসলামি ব্যাংক হলে সিআরআর ও এসএলআরে সাড়ে ৭ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায়। ইসলামি ব্যাংক ব্যবসার জন্য কোনো আলাদা উদ্যোগ প্রয়োজন হয় না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চ শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মোট আমানত ছিল ১২ লাখ ৯৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলোতে রয়েছে ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা। অর্থাৎ আমানতের ২৭ দশমিক ৫৪ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকগুলো পেয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে ব্যাংক খাতের আমানতে ইসলামি ব্যাংকগুলোর হিস্যা ছিল ২৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে আইবিবিএলের আমানতই ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকা। গত মার্চ শেষে ব্যাংক খাতের ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ লাখ ৬৩ হাজার ২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলোর অংশ ছিল ৩ লাখ ২২ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশে এখন প্রবাসী আয়ের ৩৩ শতাংশই আসে ইসলামি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে। সবচেয়ে বেশি আসে আইবিবিএলের মাধ্যমে।

সাধারণ ব্যাংকের চেয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যবসা দ্রুত বড় হচ্ছে। এ নিয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তারা বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই মূলত গ্রাহকেরা ইসলামি ব্যাংকে আসেন। তাঁরা অন্য ব্যাংকে গেলে প্রশ্ন করেন, সুদ কত দেবেন? আর ইসলামি ব্যাংকে এলে বলেন, সুদ যেন হিসাব না করা হয়।

টাকাটা যেন বৈধ ব্যবসায়ে যায়, সেটাও চান অনেকে। আবার জমা টাকার বিপরীতে মুনাফা নেবেন না, এমন গ্রাহকও ইসলামি ব্যাংকে আসেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রচলিত ব্যাংকগুলো যে প্রকল্পে অর্থায়ন করছে, সেই একই প্রকল্পে ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোও বিনিয়োগ করছে। যাঁরা বিনিয়োগের অর্থ নিচ্ছেন, তাঁদের কাছে ইসলামি বা প্রচলিত ধারার ব্যাংক বলে কিছু নেই। এ ছাড়া ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর কোনো ব্যবসার লোকসান ভাগাভাগি হয়েছে, এমন নজির নেই বললেই চলে।

এ সম্পর্কে বিআইবিএমের অধ্যাপক শাহ মো. আহসান হাবিব বলেন, ইসলামি ব্যাংকের মূল ভিত্তি হলো মুনাফা ও লোকসানের ভাগীদার হওয়া। সেটা পৃথিবীর কোথাও পুরোপুরি মানা হচ্ছে না, বাংলাদেশও চেষ্টা করছে না। ইসলামি ব্যাংকগুলো শুধু মুনাফার দিকে না তাকিয়ে ব্যবসায়ীর সার্বিক উন্নতির জন্য তাঁর পাশে থাকতে পারে। পরিবেশের ক্ষতি হবে, এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ না করলেও পারে। এতে মনে হবে, দেশে কিছুটা হলেও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের চর্চা হচ্ছে। অন্য বিধিবিধানের চেয়ে এগুলো পালন করা সহজ। বর্তমানে দেশে মোট ১০ হাজার ৭৬৭টি ব্যাংক শাখার মধ্যে ১ হাজার ৭৫৫টি ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর। ইসলামি ব্যাংকগুলো শাখা কার্যক্রমের পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিং ও উপশাখার মাধ্যমেও সেবা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটিএম ও সিআরএমের মাধ্যমে টাকা জমা এবং উত্তোলনের সুবিধা তো আছেই।

জানতে চাইলে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের (এসআইবিএল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শফিকুর রহমান বলেন, আসলে ইসলামি ব্যাংকিং হলো কাগজে-কলমে। বাস্তবে ইসলামি ব্যাংকিং মানা হয় না। মানার চেষ্টাও নেই। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির কারণে দেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বাজার বড় হচ্ছে। এ ছাড়া কার্যক্রম শুরুর প্রায় ৪০ বছর পর এসেও এখনো ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা ও আইন করা হয়নি। ইসলামি ব্যাংকের জন্য পৃথক আইন এখন সময়ের দাবি।

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস

মেট্রোরেলের চলাচল দেখা যাবে আগস্টে

এক বছর পরীক্ষামূলক চলাচল। যাত্রী নিয়ে চলবে ২০২২ সালের পর। আরও তিন সেট আসছে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

*মে পর্যন্ত পুরো প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রায় ৬৫ শতাংশ।

*উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উড়ালপথ সহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রায় ৮৬ শতাংশ।

*আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি প্রায় ৬৩ শতাংশ।

*ঢাকায় মেট্রোরেল চলাচলের উড়াল পথের চার ভাগের তিন ভাগ নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। জাপান থেকে দেশে এসেছে দুই সেট ট্রেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও তিন সেট ট্রেন আসছে। বাকি ১৯ সেট ট্রেন পর্যায়ক্রমে আসবে।

*মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) বলছে, আগামী আগস্টে ঢাকাবাসী উড়ালপথে ট্রেনের চলাচল দেখতে পাবে। প্রথম দফায় ট্রেন চলবে উত্তরা থেকে পল্লবী পর্যন্ত, এরপর তা চলবে আগারগাঁও পর্যন্ত। তবে এই চলাচল হবে পরীক্ষামূলক, যাত্রী চড়বে না। এভাবে বছর খানেক পরীক্ষামূলক চলবে মেট্রোরেল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের পর উত্তরা-আগারগাঁও পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে মেট্রোরেলের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হতে পারে।

*অবশ্য উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরোটা একসঙ্গে মেট্রোরেল চালুরও পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। সেটা হলে মেট্রোরেল চালু হতে পারে ২০২৩ সালের জুনের পর। এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত।

*মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পথটি লাইন-৬ নামে পরিচিত। এই পথের দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৬টি স্টেশন থাকছে। লাইন-৬-এর দুটি ভাগ: উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং আগারগাঁও থেকে মতিঝিল। এর মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালুর অগ্রাধিকার ঠিক করেছিল সরকার। কয়েক দফা সময়সীমা পরিবর্তন করে সর্বশেষ আগামী বছরের জুনে এই অংশে ট্রেন চালুর পরিকল্পনা ছিল।

*প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, হোলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মেট্রোরেলের কাজে গতি কমে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গত বছর থেকে চলমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি। এসব কারণে বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের ঠিক-মতো পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে প্রকল্পের মালামাল আনাতেও সমস্যা হচ্ছে। মে পর্যন্ত প্রকল্পের কাজে যুক্ত ৬৬৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

*প্রায় ২২ হাজার কোটি ব্যয়ে সরকার মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পে অর্থায়ন করছে জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা। মে পর্যন্ত পুরো প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রায় ৬৫ শতাংশ।

*ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব এম এ এন সিদ্দিক প্রথম আলোকে বলেন, পরীক্ষামূলক চলাচলের মাঝপথেই যাত্রীসহ মেট্রোরেলের বাণিজ্যিক চলাচলের সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ভাড়া নির্ধারণে একটা কমিটি কাজ করছে। তিনি জানান, মেট্রোরেল এক বছর পরীক্ষামূলক চলাচলের আওতায় থাকবে। এরপর যাত্রী পরিবহন করা যাবে।

পরীক্ষামূলক চলাচল

*মেট্রোরেলের একটি সেটে ছয়টি কোচ আছে। ২৪টি ট্রেনের মধ্যে প্রথম সেটটি ঢাকায় এসেছে গত ২৩ এপ্রিল। এরপর উত্তরায় ডিপোতে সেটির ১৯ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ১৪ মে ডিপোর ভেতর প্রায় ৫০০ মিটার তা চালিয়ে দেখা হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সেট ট্রেনও ঢাকায় এসেছে ১ জুন। ১৬ জুন ডিপোর ভেতর ট্রায়াল ট্র্যাকে (পরীক্ষামূলক চলাচল) মেট্রোরেল চালানো হয়েছে।

*আগস্টে ডিপোর বাইরে উত্তরা থেকে পল্লবী পর্যন্ত মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হবে। এটাকে ইন্টারফেস টেস্ট বলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ট্রেনের সঙ্গে রেললাইন, বিদ্যুৎ ও সংকেত ব্যবস্থাসহ সবকিছুর সমন্বয় পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষা শেষ হতে ছয় মাস লাগতে পারে।

*এরপর শুরু হবে আরেক ধাপের পরীক্ষামূলক চলাচল (ট্রায়াল রান)। প্রথমে উত্তরা থেকে পলবী, পরে আগারগাঁও পর্যন্ত তা চলবে। যাত্রীসহ বাণিজ্যিকভাবে চলাচলের সময় যে গতিতে এবং যেসব নিয়ম মেনে চলাচল করার কথা, ঠিক সেভাবে ট্রায়াল রান হবে। পার্থক্য শুধু যাত্রী থাকবে না। এভাবে চলাচল করবে আরও ছয় মাস।

*ট্রেন চালাতে যা দরকার।

*মেট্রোরেল চালাতে ১৭-১৮টি ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করবে। এর মধ্যে মোটা দাগে যেসব কাজ সম্পন্ন হওয়া দরকার সেগুলো হলো উত্তরা ডিপোর অবকাঠামো নির্মাণ, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থাপন, যন্ত্রপাতি বসানো ও সৌন্দর্যবর্ধন। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মে পর্যন্ত এসব কাজের অগ্রগতি ৯০ শতাংশ।

*এরপর দরকার উড়ালপথ (ভায়াডাক্ট) ও স্টেশন। সব মিলিয়ে ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার উড়ালপথের মধ্যে ১৫ কিলোমিটার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মে মাস পর্যন্ত উত্তরা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার রেললাইন বসেছে।

*পাঁচটি স্টেশনের ভৌতকাজও প্রায় শেষ। বাকি ১১টি স্টেশনের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান আছে। এর বাইরে প্রতিটি স্টেশনের সঙ্গে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা স্থাপন, লিফট ও চলন্ত সিঁড়ি বসানো, স্বয়ংক্রিয় ভাড়া আদায় ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কাজও চলমান।

*বিদ্যুত চালিত এই ট্রেনের জন্য লাইনের দুই পাশে খুঁটি বসানো ও ওপরে তার টানা হচ্ছে। সাড়ে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত খুঁটি বসানো হয়েছে এবং তার টানানো হয়েছে ৮ কিলোমিটার।

যাত্রীরা যেভাবে ট্রেনে চড়বে, ট্রেনে ওঠার একমাত্র পথ স্টেশন ভবন। স্টেশনগুলো তিনতলা। সড়ক থেকে লিফট, এস্কেলেটর ও সিঁড়ি দিয়ে যাত্রীরা দ্বিতীয় তলার কনকোর্স হলে উঠবে। এই তলায় টিকিট কাটার ব্যবস্থা, অফিস ও নানা যন্ত্রপাতি থাকবে।

তিনতলায় রেললাইন ও প্যাটফর্ম। একমাত্র টিকিটধারীরাই ওই তলায় যেতে পারবে। দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রেনের লাইনের পাশে বেড়া থাকবে। স্টেশনে ট্রেন থামার পর বেড়া এবং ট্রেনের দরজা একসঙ্গে খুলে যাবে। আবার নির্দিষ্ট সময় পর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবে।

মেট্রোরেলের ট্রেন প্রতিটি স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিট পরপর ছাড়বে। এক ট্রেনের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার কাজটি কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হেল বা লাইনে কোনো বাধা থাকেল ট্রেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যাবে।

ট্রেনে যা যা থাকছে

প্রকল্প সূত্র বলছে, একটি ট্রেনের দুই প্রান্তের দুটি কোচকে বলা হচ্ছে ট্রেইলর কার। এতে চালক থাকবেন। এসব কোচে ৪৮ জন করে যাত্রী বসতে পারবে। মাঝখানের চারটি কোচ হচ্ছে মোটরকার। এতে বসার ব্যবস্থা আছে ৫৪ জনের। সব মিলিয়ে একটি ট্রেনে বসে যেতে পারবে ৩০৬ জন। প্রতিটি কোচ সাড়ে ৯ ফুট চওড়া। মাঝখানের প্রশস্ত জায়গায় যাত্রীরা দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করবে। দাঁড়ানো যাত্রীদের ধরার জন্য ওপরে হাতল এবং স্থানে স্থানে খুঁটি আছে। সব মিলিয়ে একটি ট্রেনে বসে এবং দাঁড়িয়ে মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৩০৮ জন যাত্রী চড়তে পারবে। সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত (এসি) এই ট্রেনের দুই পাশে সবুজ রঙের প্লাস্টিকের দুই সারি লম্বা আসন পাতা হয়েছে।

প্রতিটি কোচের দুই পাশে ৪টি করে আটটি দরজা আছে। অর্থাৎ ট্রেন স্টেশনে থামলে চারটি দরজা একসঙ্গে খুলে যাবে। বাকি চারটি বন্ধ থাকবে। পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে থাকবে অডিও-ভিজুয়াল ঘোষণা। দুই প্রান্তের দুটি কোচে দুটি করে চারটি হুইলচেয়ার বসানোর ব্যবস্থা আছে।

প্রতিটি ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার। তবে ট্রেন কোন স্থানে কত গতিতে চলবে, সেটা ঠিক করবে কর্তৃপক্ষ।

ট্রেনের নকশা প্রণয়ন ও তৈরির কাজ করছে জাপানের কাওয়াসাকি-মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম। তারা ট্রেন তৈরির কাজ শুরু করেছে ২০১৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর।

গ্রিড বিপর্যয় হলেও ট্রেন বন্ধ হবে না

প্রকল্পের নথি অনুসারে, মেট্রোরেল চলাচলের জন্য নিজস্ব বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর জন্য উত্তরার ডিপোতে এবং মতিঝিলে দুটি সাবস্টেশন থাকছে। উত্তরার সাবস্টেশন চালু হয়েছে, মতিঝিলে কাজ চলমান আছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিটি সাবস্টেশনে দুটি ট্রান্সফরমার থাকবে। একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এবং অন্যটি জরুরি প্রয়োজনে চালু হবে। অর্থাৎ কোথাও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও ট্রেন চলাচল বন্ধ হবে না। জাতীয় গ্রিড বিপর্যয় হলেও ব্যাটারির মাধ্যমে চলমান ট্রেনগুলো নিকটবর্তী স্টেশনে পৌঁছাতে পারবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সামছুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকার যানজট নিরসনে এখন মেট্রোরেল ছাড়া আর বিকল্প নেই। তাই যত দ্রুত চালু হবে, ততই মানুষ উপকৃত হবে। মানুষ মেট্রোরেলের জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে।

সামছুল হক আরও বলেন, নির্মাণের মতো মেট্রোরেলের পরিচালনা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার নিজে চালাবে নাকি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলবে এখনই তা ঠিক করতে হবে। তিনি মনে করেন, উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ আগে চালু করা হলে ভালোই হবে। এতে অভিজ্ঞতা তৈরি হবে। বাকি অংশ চালাতে গিয়ে কোনো সমস্যা হবে না।

করোনায় মারা গেছেন ১৩৩ জন ব্যাংকার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর...) দেশে ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০৬ জন। আর গত মে পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৩৯৯ জন। ফলে ব্যাংকের জনবলের প্রায় ১৪ শতাংশই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গ্রাহক ও ব্যাংকারদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলো সেটা মেনে চলার কথা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে করোনা রোধ করা সম্ভব। যাঁরা করোনায় মারা গেছেন, ব্যাংকগুলো তাঁদের পরিবারকে অনুদান দেবে।

জানা গেছে, গত মে মাসে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭৬ জন ব্যাংকার। আর মারা গেছেন ২ জন। করোনায় মারা যাওয়া ১৩৩ কর্মকর্তার মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোরই ৭৩ জন। করোনায় সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা। ব্যাংকটি করোনায় ২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হারিয়েছে। আর আক্রান্তও বেশি হয়েছেন ব্যাংকটির কর্মকর্তারা। গত মে পর্যন্ত ব্যাংকটির ২ হাজার ৭৯৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছেন। জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তা, অগ্রণী ও কৃষি ব্যাংকের ১০ জন করে কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবদুছ ছালাম আজাদ বলেন, আমরা আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খরচ বহন করছি। মারা গেলে অনুদান দেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত কারও পরিবার অনুদান পায়নি। কারণ, নথিপত্র জমা হয়নি। ইতিমধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা মারা গেছেন, আরও একজনের অবস্থা খারাপ। আমরা চেষ্টা করছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেবা অব্যাহত রাখার।

এরপরই আক্রান্তের শীর্ষে রয়েছেন ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ব্যাংকটির ২ হাজার ৪০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছেন ও মারা গেছেন ৬ জন। এ ছাড়া ন্যাশনাল ব্যাংকের ৬ জন ও ইউসিবিএলের ৫ কর্মকর্তা করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। ন্যাশনাল ব্যাংকের ৭৮৫ ও ইউ.সি.বি.এলের ৬৮৪ কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে শুধু এইচ.এস.বি.সি. ব্যাংকের দুজন কর্মকর্তা করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। আর আক্রান্তের দিক দিয়ে শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ৪৯৯ কর্মকর্তা।

ব্যাংক কর্মীদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম মারা যান সিটি ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজতবা শাহরিয়ার (৪০)। গত বছরের ২৬ এপ্রিল মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসীদের কাজে ফেরাতে বিশেষ ফ্লাইট চালুর চিন্তা

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় দেশে আটকে পড়েছেন অনেক প্রবাসী। তবে তাদের কাজে ফেরানোর জন্য সরকার বিশেষ ফ্লাইট চালুর চিন্তা করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন- বিদেশে কর্ম নিয়ে যাবার অপেক্ষায় যারা আছেন তারা মোটেও চিন্তা করবেন না। আমরা জানি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে অন্য দেশগুলো থেকে ফ্লাইট যাবার ক্ষেত্রে অনেকদিন থেকেই বিধিনিষেধ থাকার কারণে আমাদের দেশ থেকে চাহিদা বেড়েছে। আমি নিজে দুই সপ্তাহ আগে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তিনি বলেন, বর্তমান লকডাউন একটি বার্তা যেখানে সবাইকেই অংশ নিতে হচ্ছে এবং কষ্ট হলেও এটা মানতেই হবে। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা শুধু প্রবাসী ভাই-বোনদের কাজে যোগদানের (ফেরার নয়) জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালু করবো।

তিনি আরও বলেন, আপনারা ধৈর্য ধরে থাকবেন। কারও যোগদানে কয়েকদিন দেরি হলেও আমরা তা সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে পারবো।

নিয়মিত কলাম

ইসলাম কি বলে?

কিয়ামতের আগে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞান কী বলে?

- হাফেজ মাহমুদুর রশিদ

আগে হাদিসটি দেখে নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবেনা ততদিন কিয়ামত হবেনা। যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ঈমান আনবে। তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি।

উল্লেখ্য, এখানে সাথে সাথে কথা উল্লেখ আছে যেটা সাধারণভাবে মেনে নেয়া কঠিন। এখানে মূলতঃ সাথে সাথে বলতে অনেক সময় শীঘ্রই বোঝাতে পারে। এ সম্পর্কে আমি অনেকটাই নিশ্চিত কারণ, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠতে বহুত দেরি!

আমি বলি কি এটা Religious Symbolism!

এটাকে আমি (এবং কিছু স্কলার যাদের থেকে আমার লেখাগুলো ধার করা) পশ্চাত্যের সূর্যোদয়ের সাথে তুলনা করি। এবার হিসাব মিলিয়ে দেখেন, মিলে কিনা।

"নাসা এমন কোন ভবিষ্যৎবানী দিচ্ছে কি, যা মহানবী (সঃ) চৌদ্দশত বছর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন? মূল বিষয়: নাসার ভবিষ্যৎবাণী, যা মহানবী (স) চৌদ্দশত বছর আগে বলে গেছেন??

নাসা একটা তথ্য দেয় যা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কোনো এক সময় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হতে পারে, যা মহানবী (সঃ) চৌদ্দশ' বছর আগে বলে গেছেন যদিও সরাসরি তারা এটা বলেনা, কিন্তু, তাদের দেওয়া তথ্যমতে এটা হওয়া সম্ভব নিচে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

সংগ্রহ লিংকঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোয়

কিয়ামতের একটি প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ আলামত হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, যা হাদিস থেকে স্পষ্ট সূর্যকে আমরা পূর্ব দিক থেকে উঠতে দেখি, কারণ আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তিত হয়, যদি আমরা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় দেখতে চাই, তবে পৃথিবী কে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরতে হবে।

প্রশ্ন হল, আদৌ কি সম্ভব এটা? প্রথম কথা হল, হাদিসে যখন বলা হয়েছে, তখন অবশ্যই এমনটি ঘটবে তা কীভাবে হতে পারে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা তা ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাইনা কিন্তু, মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম জ্ঞান এবং অসীম ক্ষমতায় তা কোনো ব্যাপারই না, তার ক্ষমতা এতই যে, কোনো কিছু শুধু বলেন 'হও' আর চোখের পলকেই তা হয়ে যায়! মুসলিম হিসেবে এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

বিজ্ঞান কি এমন ঘটনাকে অস্বীকার করে?

না, বিজ্ঞান এ ঘটনাকে অস্বীকার করেনা; বরং, নানান রকম তত্ত্ব (Hypothesis) এ বিষয়ে রয়েছে এবং যার সপক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে তবে সকল তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল দুইটি বিষয়ঃ

১.পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া।

২.পৃথিবীর চোম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন।

১.পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস। NASA i Goddard Space Flight Center থেকে Daniel MacMillan বলেন, "The solar day is gradually getting longer because Earth's rotation is slowing down ever so slightly," সৌরদিন ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ হচ্ছে, কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হয়ে যাচ্ছে, যদিও তা অতিসামান্য পরিমাণে, কারণ হিসেবে বলা হয়, চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যকার অভিকর্ষ বল, বিশেষভাবে Tidal Force এর কারণে প্রতিটা দিন ১.৪ মিলি সেকেন্ড (এক সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের ১.৪ ভাগ) দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ, আজকের দিনের দৈর্ঘ্য যদি ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড হয়, তবে আগামীকালের দৈর্ঘ হবে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪.০০১৪ সেকেন্ড, Daniel MacMillan আরো বলেন, ডাইনোসর যুগে ২৩ ঘন্টায় এক দিন সম্পন্ন হতো। NASA - NASA Explains Why Clocks Will Get an Extra Second on June ৩০ এই তথ্য থেকে এটা প্রতিয়মান হয়, যে পৃথিবীতে আজ একদিন সম্পন্ন হয় ২৩:৫৬:০৪ এ, এক সময় সেই দিনের দৈর্ঘ্য অসীম হয়ে যাবে, কারণ, যে পৃথিবী বর্তমানে বিষুবরেখায় প্রায় ১০০০ মাইল/ঘন্টা আহ্নিক গতিতে আবর্তিত হচ্ছে, তা একসময় কমতে কমতে ০ মাইল/ঘন্টায় পৌছাবে; এমতাবস্থায় পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেমে যাবে, কিন্তু, শুধুমাত্র একটুকুতেই সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়না, সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হতে হলে এখন পৃথিবীকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরতে হবে, আর সেটা যেকোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে অতি সহজেই হতে পারে।

দুইটি ভাবে তা সম্ভব ঃ

১.মহাজাগতিক কোনো গতিশীল বস্তুর মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে, যা পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে এবং ঘূর্ণনের সূত্রপাত করবে। অথবা, ২.মহাজাগতিক কোনো গতিশীল বস্তুর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব, যা পৃথিবীর চোম্বকক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে, যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বৈদ্যুতিক পাখায় (ঋধহ) পরিবর্তী চৌম্বকক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এবং পাখাটি ঘুরতে শুরু করে, এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ কোটি বছর কিংবা অনির্দিষ্ট কাল লেগে যেতে পারে, সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার্থে পুরো প্রক্রিয়াটিতে সকল জটিলতা পরিহার করে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু,বাস্তবে প্রক্রিয়াটি এতটা সাধারণ নয়। কারণ, মহাবিশ্বে অনেক নিয়ামক রয়েছে, যা পৃথিবীর আহ্নিক গতি আরো দ্রুত থামিয়ে দিতে পারে।

সীমাবদ্ধতা: বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এখনো পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে নির্ভযোগ্য ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারের সাথে সাথে হয়তো আরো নির্ভরযোগ্য এবং হাদিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে। যেমন, হাদিসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সূর্য একবারই শুধু পশ্চিম দিকে উঠবে এবং পরবর্তী দিন থেকে পূর্ব দিকেই উঠবে। অথচ, এখানে শুধু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সূর্য কীভাবে পশ্চিম দিকে ওঠা সম্ভব? পুণরায় আবার পূর্ব দিকে উদয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া এখানে দেওয়া হয়নি, এমন কী আহ্নিক গতি থেমে গেলে জীব জগতের কি অবস্থা হবে, তা বাস্তবতা কিংবা হাদিস, কোনোটার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এই তত্ত্ব অনুসারে আহ্নিক গতি থেমে যাওয়ার পূর্বে এক একটা দিনের দৈর্ঘ্য হবে কয়েক হাজার ঘন্টা বা তারও বেশি, কিন্তু, সেটা বাস্তবতা বিরোধী, কারণ এতটা লম্বা সময় দিন থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং রাত অংশে পৃথিবীর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে যাবে, তখন জীব জগতের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এই তত্ত্ব এটার ব্যাখ্যা দিতেও অক্ষম যে, যখন পৃথিবীর অর্ধেক অংশে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় ঘটবে, তখন পৃথিবীর বাকি অংশ, যেখানে রাত আছে, সেখানে কি অবস্থা হবে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এতসব অক্ষমতা সত্ত্বেও এই তত্ত্বের সার্থকতা কি?

এই তত্ত্ব এটা প্রমাণ করে যে কুরআন-হাদিস এবং এতে উল্লেখিত ভবিষ্যৎবাণীগুলো যতই অসম্ভব ও আজগুবি মনে হোক না কেন, এর কোনোটাই অবাস্তব নয়; আর তা পরিষ্কার হয়ে যাবে যখন ভবিষ্যৎবাণীগুলো মানুষ একে একে স্বচোক্ষে দেখতে পাবে।

সাহাবীগণ রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে। উত্তরে তিনি বলেছেন, "সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে"। আমরা বললাম, "যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে?" উত্তরে তিনি বললেন, "না, বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে"। (সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ফিতান)

সুতরাং, হাদিসটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে ৪০ দিনের প্রথম দিনটি হবে ১ বছর বা ৩৬৫ দিনের সমান, পরবর্তী দিন হবে ১ মাস বা ৩০ দিনের সমান এবং পরবর্তী দিন ১ সপ্তাহ বা ৭ দিন, তার পরবরর্তী দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের সমান হবে, এই তত্ত্ব অনুসারে আহ্নিক গতি থেমে যাওয়ার পূর্বে এক একটা দিনের দৈর্ঘ্য হবে কয়েক হাজার ঘন্টা বা তারও বেশি।

এখন লক্ষ্য করুন, আহ্নিক গতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার ফলে এক সময় আহ্নিক গতি শুন্য (0 mph) হয়ে যাওয়া, তারপর পৃথিবীর বিপরীতমুখী ঘূর্ণণ শুরু হওয়া, এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য দিনের যে দৈর্ঘের (এক বছর=কয়েক হাজার ঘন্টা) প্রয়োজন ছিল, সেটা কিন্তু হাদিস অনুসারে আমরা পেয়েই যাচ্ছি! শুধু তাই নয়, বরং হাদিস অনুসারে বোঝা যায় যে আহ্নিক গতি শুন্য হয়ে যাওয়ার পর পুণরায় তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে, ফলে দিনের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১ মাস ও ১ সপ্তাহ এভাবে ক্রমেই হ্রাস পাবে! ঠিক যেভাবে একটি চলন্ড় বৈদ্যুতিক পাখার বিদ্যুত সংযোগ বন্ধ করলে সেটি যেভাবে আস্তে আস্তে থেমে যায়, আবার সংযোগ দিলে সেটি আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করে এবং এক সময় পুরো দমে ঘুরতে থাকে, পার্থক্য হল, পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে যাওয়ার পর উল্টো দিকে ঘুরতে থাকবে, আর বৈদ্যুতিক পাখায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিলে স্বাভাবিক দিকেই ঘুরে, যদিও হাদিসটি পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং দাজ্জালের আবির্ভাবের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু, আমরা জানিনা, কখন সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে। সেটা কি দজ্জালের আবির্ভাবের আগে না পরে? তবে সমন্বয় সাধনে জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে দাজ্জালে আবির্ভাবের প্রথম দিনেই সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে, যেই দিনটির দৈর্ঘ হবে এক বছর= ৩৬৫দ্ধ২৪= ৮৫৪৪ ঘন্টা, এভাবে এটা সম্ভব হতে পারে; তবে ওলামায়ে কেরামের মত হল, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠার ঘটনা দাজ্জালের আবির্ভাবের পর ঘটবে এবং দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা (ঊাবহঃ) এবং আলাদা আলাদা ভাবে ঘটবে।

এছাড়া, হাদিসে দাজ্জালের সময়ে দুর্ভিক্ষ হওয়ার বর্ণনা এসেছে, হতে পারে সেই দিনের দৈর্ঘ্য একখানি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে, তা থেকেই অনাবৃষ্টিও দুর্ভিক্ষ হবে। সুতরাং, যেটাকে প্রথমে আমি সীমাবদ্ধতা মনে করেছিলাম, তা আসলে সীমাবদ্ধতা নয়; বরং, বাস্তবেই ঘটা সম্ভবপর। এখন প্রশ্নকারীর নিকট প্রশ্ন, স্বীকৃতি কেন নাসার কাছ থেকেই আসা লাগবে? নাসা তো বিজ্ঞানের সবকিছু নয়; জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের একটা অংশমাত্র। অথচ, সমগ্র বিজ্ঞানে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা মহানবী (সঃ) বলে গিয়েছিলেন।

উদাহরণঃ হাদিসের বক্তব্য অনুসারে, শেষ জামানায়/ কিয়ামতের আগে মেয়ে মানুষের সংখ্যা পুরুষ মানুষের তুলণায় বৃদ্ধি পাবে। এতই বৃদ্ধি পাবে, যে এক একজন পুরুষ মানুষের অধীনে ৫০ জন মহিলা থাকবে! এখন, বাস্তবতার পরসংখ্যানটা আপনি নিজেই হিসাব করে বিচার করুন এবং বলুন, এই ভবিষ্যৎবাণী কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে করা আদৌ সম্ভব কিনা?

পরিশেষে বলবো, মহানবী (সঃ) এর করা ভবিষ্যৎবাণীগুলোর অধিকাংশ ইতোমধ্যেই সত্যে পরিণত হয়েছে! এদের কোনোটা ছিল সামাজিক, কোনোটা রাজনৈতিক কিংবা কোনোটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎবাণী, এমনকি ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎবাণীও রয়েছে।

বর্তমানে প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে। আখেরী যামানায় কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটবে। এটি হবে কিয়ামতের অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে। পশ্চিমাকাশে সূর্য উঠার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কুরআন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমণ করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমণ করবেন। অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যে দিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি। হে নবী! আপনি বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম। (সূরা আনআমঃ ১৫৮)

অধিকাংশ মুফাসসিরে কুরআনের মতে অত্র আয়াতে কোন নিদর্শন বলতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর আত-তাবারী বলেনঃ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনটি পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়াই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দিনের বেলায় অপরাধকারীদের তাওবা কবূল করার জন্য সারা রাত স্বীয় হাত প্রসারিত করে রাখেন এবং রাতের বেলায় অপরাধকারীদের তাওবা কবূল করার জন্য সারা দিন তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন। পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে তাওবার দরজা খোলা থাকবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবেঃ

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পরম দয়াময় ও ক্ষমাশীল। বান্দা গুনাহ করে যখন তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি খুশী হন এবং বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বান্দার তাওবা কবূল করতে থাকবেন। কিন্তু যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠে যাবে তখন কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং ফাসেক ও গুনাহগারের তাওবাও কবূল হবেনা। কারণ পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া একটি বিরাট নিদর্শন যা সে সময়কার প্রতিটি জীবিত ব্যক্তিই দেখতে পাবে এবং প্রত্যেক কাফেরই কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অথচ ইতিপূর্বে তারা অস্বীকার করতো। মরণ উপস্থিত হওয়ার পর পাপী মু'মিন ব্যক্তির মতই হবে তাদের অবস্থা। মরণ উপস্থিত হওয়ার পর গুনাহগার বান্দার তাওবা যেমন কবূল হয়না পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর তেমনি কাফেরের ঈমান ও গুনাহগারের তাওবা কবূল হবেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললোঃ আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান কোন উপকারে আসলো না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ তাআলার এ নীতি পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেখানে কাফেরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফেরঃ ৮৪-৮৫)

ইমাম কুরতুবী পূর্ববর্তী যামানার আলেমদের থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর ঈমান ও তাওবা কবূল না হওয়ার কারণ এই যে, তখন অন্তরে ভয় ঢুকে যাবে, পাপ কাজ করার আশা-আকাঙ্খা মিটে যাবে এবং শরীরের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় সকল মানুষ মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে। তাই পশ্চিম আকাশে সূর্য দেখে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা কবূল হবেনা। যেমন মালকুল মাওতকে দেখে তাওবা করলে কারো তাওবা কবূল হয়না। (তাফসীরে কুরতুবী, ৭/ ১৪৬)

ইমাম ইবনে কাছীর বলেনঃ সে দিন যদি কোন কাফের ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যায় তার ঈমান গ্রহণ করা হবেনা। সে দিনের পূর্বে যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে যদি ঈমানদার হওয়ার সাথে সাথে সৎকর্ম পরায়ন হয়ে থাকে তাহলে সে মহান কল্যাণের উপর থাকবে। আর যদি সে গুনাহগার বান্দা হয়ে থাকে এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠতে দেখে তাওবা করে তার তাওবা কবূল হবেনা।

-তাফসীরে তাবারী, (৮/ ১০৩)। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতার্বুরিকাক। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাওবা। তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৩/৩৭১)।

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস

চিলেকোঠার রহস্যের ছোঁয়া

লেখকঃ নুসরাত জাহান তুলি

পর্ব-৪

একদিন অনিল দাদা কার সাথে যেনো টেলিফোনে কথা বলছিল। পূজা দিদি কথাগুলো শুনে ফেলেছিল।
পূজা দিদির সাথে আমিও ছিলাম। তখন আমি অনেক ছোট। এই সাত বা আট বছর হবে আমার তখন। অনিল দাদা কি কি বলেছিল তা আমি খেয়াল করে শুনিনি। পূজা দিদি আমাকে বলেছিল যে, আমরা যে অনিলের কথা শুনে ফেলেছি তুই এটা কাউকে জানাবি না। আমি বললাম যে, দিদি আমি তো কিছুই শুনিনি। দিদি বলল, ঠিক আছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, কিছু একটা ঝামেলা চলছে।
তার কিছুদিন পর ঠাম্মা আর দেবাশীষ সেন অর্থাৎ বাবা পূজো দিতে গিয়েছিল। তারা তিন দিনের জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েছিল। বাড়িতে ছিল লোকমান চাচ্চু, অনিল দাদা, পূজা দিদি ও আমি। উনারা যাওয়ার এক-দিন পরে সকালে লোকমান চাচ্চু বাড়ির জন্য বাজার করতে গিয়েছিল। অনিল দাদা তার ঘরে বসে তার পোষা টিয়া পাখিকে খাওয়াচ্ছিল। তার সেই টিয়া পাখিটি কথা বলতে পারতো। আর টিয়া পাখিটির আশেপাশে যে কথা বলতো পাখিটি তার পুনরাবৃত্তি করত। অনিল দাদা পাখিকে খাবার খাওয়ানোর পর গোসল করতে গেল। এরমধ্যে পূজা দিদি আর আমি অনিল দাদার ঘরে গেলাম তার ঘরটি ঝাড় দেওয়ার জন্য। আমি সেখানে বসে টিয়া পাখির সাথে খেলা করছিলাম আর পূজা দিদি ঘর ঝাড় দিচ্ছিল। হঠাৎ টিয়া পাখিটি বলে উঠলো...
এই সম্পত্তি আমার, বাবাকে মারতে হবে!
এই সম্পত্তি আমার, বাবাকে মারতে হবে!
হঠাৎ পাখিটির মুখে এটা শুনে আমি আর পূজা দিদি চমকে উঠলাম। এরমধ্যে অনিল দাদা গোসল করে বেরিয়ে আসলো। সে পাখিটির কথা শুনে পাখিটির খাঁচায় একটি লাথি মারলো।

[কথোপকথন]
পূজা দিদি: অনিল, তুই নিশ্চয়ই পাখিটির সামনে কাউকে এই কথা বলেছিস। তাই পাখিটি বারবার এই কথাটাই বলছে।
অনিল দাদা: পূজা, তুই কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছিস।
পূজা দিদি: তুই ঐদিন কার সাথে ফোনে কথা বলছিলি। আমি সবই শুনেছি । তুই ওই দিনও এরকম একটা কথাই বলছিলি যে, যেভাবেই হোক না কেনো সব সম্পত্তি আমার নাম করে নেব।
অনিল দাদা: তার মানে তুই আমার কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছিস।
পূজা দিদি: দেখ অনিল, তুই যা কর-ছিস তা ঠিক না। তুই অনেক বড় ভুল করছিস। তুই যদি এগুলো বাদ না দিস তাহলে...
অনিল দাদা: তাহলে কি বল, সবাইকে বলে দিবি ।
এটি বলে অনিল দাদা তার হাতের কাছে একটি লোহার দন্ড ছিল তা দিয়ে পূজা দিদির মাথায় আঘাত করে-লো। অনিল দাদা এত জোরে দিদির মাথায় মারলো যে, দিদির সাথে সাথে নিচে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। আর তার মাথা দিয়ে অনেক রক্ত বের হতে লাগে-লো। তারপর অনিল দাদা আমাকে বলল, যা দেখেছিস এখানেই ভুলে যা, নইলে তোর অবস্থাও এমন হবে। আমি সেখানে বসে কাঁদতে শুরু করলাম।

এরমধ্যে লোকমান চাচ্চু সেখানে আসলো। অনিল দাদার হাতে লোহার দন্ড দেখে লোকমান চাচ্চু সব বুঝে গেলেন। তারপর লোকমান চাচ্চু বললেন যে, অনিল বাবু ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। পূজা কাউকে কিছু বলবে না। এই দায়িত্ব আমার। এটি বলে লোক-মান চাচ্চু অনিল দাদাকে বুঝালেন।
তারপর অনিল দাদা ডাক্তারকে ফোন করলেন। তার-পর ডাক্তার এসে পূজা দিদির মাথায় ব্যান্ডেজ করে দিলেন। অনিল দাদা পূজা দিদি কে বললেন, আমি তোকে চাইলেই মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু আমি তোকে তোর জীবন ভিক্ষা দিলাম। আর এর পরিবর্তে তুই কাউকে কিছু বলবি না।
তার দুইদিন পরে বাড়িতে ঠাম্মা ও বাবা চলে আস-লেন। তারপর ঠাম্মা পূজা দিদিকে দেখে বললেন,
ঠাম্মা: কিরে পূজা, কি হয়েছে তোর?
পূজা দিদি: কিছুনা ঠাম্মা, কাজ করার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।
ঠাম্মা: ওমা, একি মানা যায়। একটু সাবধানে কাজ করতে পারিস না।
পূজা দিদি: তুমি ভেবো না ঠাম্মা, আমি ঠিক আছি।
তার একদিন পর আমি আর দিদি সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পেছনে পুকুরে মাছেদের খাবার দেওয়ার জন্য গেলাম আর সেখানে দেখলাম যে, অনিল দাদার সেই টিয়া পাখিটি সেখানে পড়েছিল।
পাখিটিকে কেউ নির্মমভাবে মেরেছিল এটি পাখিটিকে দেখলেই বুঝা যাচ্ছিল কারণ পাখিটির ঘাড় কে যেন মটকে দিয়েছে তাই গলা দিয়ে অনেক রক্ত পড়ছিল। আমরা বুঝলাম যে, পাখিটি যদি আবারো কারো সামনে কিছু বলে ওঠে, এই ভয়ে অনিল দাদা পাখিটিকে মেরে ফেলেছে।

কাকাই

পর্ব-২

-বিকাশ দাস

কাকাই বলে, দ্যাখো বাবু তোমাদের প্রেম যদি সত্যি হয় তাহলে আমি হেল্প করতে পারি। বড়দা বৌদিকে বলে ম্যানেজ করতে পারি। আগে তোমরা ঠিক করে নাও কি করবে।

আমি খুব সাহস করে বললাম কাকাই মাকে বলে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাওনা। বাবা বোধহয় মানবেনা। তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।
কাকাইর সাথে আমাদের প্রেমের কথা শেয়ার করে মন অনেকটা হালকা হলো। জানি কিছু করতে পারলে কাকাই করতে পারবে। কাকাইর লোকবল আছে।
কাকাই আমাদের অভয় দিয়ে বলে ঠিক আছে দেখি কি করা যায়। এখন আর বেশি মেলামেশা করিস না। তোরা কিছুদিন একলা থাক।
আমরা বেশ কিছুদিন আলাদা আলাদা ছিলাম। এক দু'জনের সাথে দেখা করতাম না । কাকাই যেমন বলেছিলো।

আমি ইতিমধ্যে সিএ কমপ্লিট করলাম। মুম্বাইতে এক মাল্টিনাশান্যাল কোম্পানিতে চাকরিও পেয়ে গেলাম। আমাকে কিছুদিনের মধ্যে মুম্বাই চলে আসতে হবে জেনে মার খুব মন খারাপ। মার তো কিছুতেই ইচ্ছে নেই যে আমি মুম্বাই চলে আসি। এদিকে মোহনা খুব খুশি। বিয়ে থা করে মুম্বাইতে সেটল হবে।
কাকাই আমাকে চুপ করে বলে এবার চিন্তা নেই। যখন তোর চাকরির হিলে হয়ে গেলো। তোদের বিয়েটা ও হয়ে যাবে।
আমি বয়স থাকতে বিয়ে করলাম না । কেউ আমায় জোরও করলো না। বিয়ে সাদি করলে আজ মোহনার মতো আমার মেয়ে হতো। আমার কথা থাক।
পিঙ্কু, তুই এখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। শুধু মন দিয়ে চাকরি কর। আমি তো আছি। মোহনার খেয়াল রাখবো। সব ঠিক করেই উপরে যাবো।
আমি বললাম, উপরে যাবো মানে?
উপরে কারা যায় তুমি জানোনা? আরে আমার বয়স হচ্ছে তো? ষাট পার করতে আর কতদিন বল। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।
কাকাইর তত্তাবধানে বছর খানেক পর আমার মোহনার বিয়ে হয়ে গেলো মন্দিরে গিয়ে। চুপ করে এর আগে আমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়ে যায়। সবকিছু কাকাই ব্যবস্থা করে দেয়। কাক পক্ষি ও টের পায়নি। অনেক বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিলো কাকাইকে। কাউকে তোয়াক্কা না করে প্রেম পবিত্র বন্ধন জেনে আমাদের দু'জনকে এক করে দিয়েছিলো। কাকাই না থাকলে আমি হয়তো মোহনাকে পেতাম না। একলা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার মতো আমার বুকের পাটাও ছিলোনা। যতো টুকু সাহস পেয়েছি কাকাইর কাছ থেকে পেয়েছি। এর জন্য কাকাইকে শতকোটি সশ্রদ্ধ প্রণাম। কাকাইকে অনেক খড়খুটো পোড়াতে হয়েছিলো আমাদের বিয়েটা সম্পন্ন করতে। অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছিলো। আমার বাবার চোখে খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এই ঘটনার পর আমার বাবা কাকাইর সাথে কোন সম্পর্ক রাখতো না। একেবারে ত্যাজ্য করে দিয়েছিলো। এসব ভাবলে আমাদের খুব কষ্ট হতো।

আমাদের বিয়ে দু'বাড়ির থেকে কেউ মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে আমার বাবা আর মোহনার বাবা। আমার মা আর মোহনার মা যদিও মনে মনে আমাদের বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন।
বিয়ের পর সবার আড়ালে আমরা দুই মায়ের আশী-র্বাদ নিয়ে আমি মোহনাকে নিয়ে মুম্বাই চলে আসি। আমি আর মোহনা মুম্বাইতে আছি কুড়ি বছর ধরে। চাকরি জয়েন করার পর কাকাইর পরামর্শ দেয় আগে মুম্বাইতে একটা ফ্ল্যাট কিনে নে । কিছু টাকা আমি দেবো বাকিটা ব্যাঙ্ক থেকে লোন পেয়ে যাবি। তাই কাকাইর কথা মতো মুম্বাইতে এসে ছোটো একটা ফ্ল্যাট বুক করে নিয়েছিলাম। বেশ কিছু মোটা টাকা কাউকে না জানিয়ে কাকাই আমাকে দিয়েছিলো। কাউকে বলতে বারণ করেছিলো। কাকাই বুঝতে পেরেছিলো। আমাদের সম্পর্ক আমার বাবা কিছুতেই মেনে নেবে না। তাই বিয়ের পর আমি মোহনাকে নিয়ে মুম্বাই চলে আসতে পারি আর স্বচ্ছন্দে ঘর করতে পারি। কাকাই আমাদের সব কিছুর অঙ্ক সহজে সোজা করে দিয়েছিলো। কাকাই আর মা মাঝে মাঝে আমাদের ফোন করতো। কিছুদিন ধরে কাকাইর সাথে আমাদের খুব একটা বিশেষ যোগা যোগ করা হতোনা।

আমাদের বিয়ে দু'বছর পর আমাদের প্রথম সন্তান 'সোহম' এলো। নামটা মোহনা রেখেছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি সোহম নামটা রাখলে কেন?
মোহনা উত্তরে বললো, আমি রাখিনি কাকাই নামটা দিয়েছে। যায় বলো নামটা বেশ সুন্দর হয়েছে। তুমি কি বলো?

মোহনা আমাকে বুঝিয়ে বললো। জানো। আমি কাকাইকে জিজ্ঞেস করে ছিলাম এই নামটা রাখার কারণ। কি বললেন উনি উত্তরে জানো। মোহনা, পিঙ্কু মানে তোমার বরের ভালো নাম 'সোমাদ্রি' আর সোমাদ্রির প্রথম অক্ষর 'সো' আর তোমার নামের প্রথম অক্ষর মোহনার 'ম' আর তোমাদের কাকাই নামের হরিৎ র প্রথম অক্ষর 'হ'। তাহলে কি দাঁড়ালো। সোহম।

আমার ছেলের অন্নপ্রাশন মুম্বাইতে দিয়েছিলাম । বাবা মা এসেছিলেন । বাবা একেবারে চুপচাপ ছিলো। তিন বছর বিয়ে হওয়ার পরেও। কাকাই বাদে সবাই এসেছিলো। কাকাইর কোন কথা উঠলে বাবা অন্য দিকে চলে যেতেন। না শোনার ভাণ করতেন। মনে মনে বিরক্তবোধ করতেন। বাবা মার সোহম নামটা খুব পছন্দ হয়েছিলো।
একদিন সকাল সকাল ফোন।
কিরে তোরা সব কেমন আছিস ?
আমি বললাম কাকাই কোথা থেকে বলছো? এতদিন পর । তুমি এখন কোথায় আছো?
কাকাইর উত্তরঃ স্বর্গে আছি।
তোমার হেঁয়ালি করার স্বভাব গেলোনা।
না রে। সত্যি বলছি। এবার স্বর্গে উঠবো। আর আধ ঘণ্টা বাকি।
মানে?
মাই ডিয়ার এয়ারপোর্টে আছি। *(বাকীটা ৩য় পর্বে)*

খালি পেটে চা, আর না

স্বাস্থ্যকথা

চা ছাড়া চলেই না বেশির ভাগ বাঙালির। সকালে উঠেই এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চায়ের সঙ্গে দিনটা শুরু না করলে যেন দিনটা ঠিকঠাক শুরুই হলো না। ঘুম থেকে উঠে ঠিকমতো চোখটা খোলার আগেই চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এই যে সংস্কৃতি, সেটা পশ্চিম থেকে আমদানি হওয়া।
আর এই চায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "বেড টি"। কিন্তু এক কাপ বেড টি আপনাকে যতই ঘুম তাড়িয়ে সতেজ করে দিক না কেন, এর উপকা-রিতার চেয়ে অপকারিতা বহুগুণে বেশি।
সকালে উঠে খালি পেটে দুধ চা বা কফি খেলে ক্যাফেইন ঘুম তাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া দুধ চিনি তাৎক্ষণিকভাবে বেশ খানিকটা ক্যালরি শক্তি জোগায়, চনমনে করে। কিন্তু খালি পেটে এ চা বাড়ায় পটাশিয়ামের মাত্রা; যা কিডনি রোগীদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। খালি পেটে চা বাড়ায় পানিশূন্যতা। সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও খালি পেটে চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। কারণ, এটি ক্ষুধামান্দ্য তৈরি করে আর হজমেও সমস্যা করে। হতে পারে গ্যাস্ট্রিকও। আর যাঁরা অনিদ্রায় ভুগছেন, তাঁদের উচিত জরুরি ভিত্তিতে এ অভ্যাসকে বিদায় করা।
এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার প্রধান পুষ্টিবিদ তামান্না চৌধুরী বলেন, আমরা ওগুলোকে বলি ইরিটেটিং খাবার। যাঁদের অনেক আগে থেকে অভ্যাস আছে, তাঁদের কথা ভিন্ন। তাঁদের হয়তো সকালে খালি পেটে চা বা কফি খেলে চাঙাভাব আসে, বাথরুম ভালো হয়। কিন্তু তাঁদের দেখে অন্যরাও শুরু করলে, তাঁদের হিতে বিপরীত হতে পারে। হজমে সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা সকালের নাশতাটা ভালোভাবে খেতে না পারা, এমন অসুবিধা হতে পারে।
সকালে উঠে চা বা কফি না খেলে খাব কী? সেই সমাধানও জানালেন এই পুষ্টিবিদ। বললেন, সায়েন্টিফিক্যালি একটা দীর্ঘ সময় কিছু না খেয়ে থাকার পর চা বা কফি খাওয়া যাবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে এক গ্লাস পানি খাওয়া সবচেয়ে ভালো। এতে সারা রাতের পানিশূন্যতা দূর হয়।
পানি শরীরকে সবচেয়ে ভালোভাবে ডিটক্সিফাই করে। বিকেলের নাশতায় বা মুড়ির সঙ্গে, হালকা কিছু খাওয়ার পর চা বা কফি খাওয়া যেতে পারে। দুধ, চিনি ছাড়া লাল চা বা ব্যাক কফি খেলে ভালো।
পুষ্টিবিদেরা বলেন, চা বা কফি নিঃসন্দেহে কোনো অস্বাস্থ্যকর পানীয় নয়। কিন্তু খালি পেটে খাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কখন খাওয়া হচ্ছে, কী-ভাবে খাওয়া হচ্ছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।
বারডেম হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ফিরোজ আমিন জানান, বেড টি পান করার অভ্যাস খুব ভালো কিছু নয়। কেউ যদি একান্তই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, তবে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কষ্টকর। তাই স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে চিনি-দুধ ছাড়া লিকার চা পান করতে হবে। গ্রিন টি হলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ, এতে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। খালি পেটে কফি পান করার অভ্যাসও স্বাস্থ্যের জন্য খুব খারাপ। সবচেয়ে ভালো হয়, সবাই যদি এই বেড টি থেকে দূরে থাকেন।
কেবল বেড টি বা বেড কফি নয়, ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ না করে এক গ্লাস পানিও খাওয়া উচিত নয়। সারা রাত খাদ্যকণা মুখের ভেতর জমা হয়। সেগুলো পচে দুর্গন্ধ আর জীবাণুর সৃষ্টি করে।
ঘুম থেকে উঠেই চা বা কফি খেলে সেগুলো সেই পানীয়র সঙ্গে চলে যায় পেটে। ফলে পেট খারাপ বা আরও পেটের জটিলতায় ভোগার দুয়ার খুলে যায়।
সকালে হালকা কিছু খেয়ে বা নাশতা করে চা পান করুন। যদি কিছুই না খান, অন্তত এক গ্লাস পানি খেয়ে তারপর চা খান।

স্বাস্থ্যকর, কোলাহল মুক্ত ও মনোরম পরিবেশে
২৪ ঘন্টা মান-সম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদানে
আলফাডাঙ্গায় প্রথম...
আধুনিক চিকিৎসা সেবা
নাজমা মেডিকেয়ার
আর.এম.সেন্টার, কলেজ রোড, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর
মোবাইলঃ ০১৭ ৫৮৬৮ ৯৫১৫

শিশুদের জন্য ইন্টারনেটে নিয়ন্ত্রণ, জানেন না অভিভাবকেরা

ব্রডব্যান্ড সংযোগের ক্ষেত্রে বাড়িতে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগ চালু হলেও বেশির ভাগ অভিভাবক বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না। শিশুদের মুাবাবার হাতে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার অন্যতম শর্তজুড়ে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (আইএসপি) জন্য নিবন্ধন নীতিমালা ছয় মাস আগে কার্যকর হয়েছে। ব্রডব্যান্ড সরবরাহকারীদের সংগঠন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) বলছে, এখন পর্যন্ত তাদের কাছে কোনো অভিভাবক এ সুবিধা নিতে চাননি। তবে কয়েকজন অভিভাবক জানিয়েছেন, তাঁরা বিনা মূল্যে এ সুবিধা নেওয়ার বিষয় সম্পর্কেই জানেন না। এ ব্যাপারে আইএসপির গাফিলতি আছে উলেখ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার প্রথম আলোকে বলেছেন, এ বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ নেবেন তিনি।

করোনাকালে শিশুদের পড়াশোনাসহ বাড়িতে ইন্টারনেট ব্যবহার বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য নিয়ন্ত্রক ও নিবন্ধন নীতিমালাটি কার্যকর করে। যাতে ব্রডব্যান্ড সংযোগ নেওয়ার সময় বাবা-মায়েরা চাইলে শিশুরা কত সময়ে, কী কী সাইটে ব্রাউজ করতে পারবে, তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন বিনা মূল্যে। এর দুই বছর আগেই অভিভাবকদের হাতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রাখার ওপর জোর দিয়ে আইএসপির জন্য নির্দেশনা দেয় বিটিআরসি।

বিটিআরসির সবশেষ এ বছরের এপ্রিলের হিসাব অনুসারে, দেশে মোট ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১১ কোটি ৫৪ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয় ১০ কোটি ৫৬ লাখ ২০ হাজার। আর ব্রডব্যান্ড সংযোগ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এবং পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক (পিএসটিএন) গ্রাহকের সংখ্যা ৯৮ লাখ ১০ হাজার।

আইএসপিবির সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম প্রথম আলোকে বলেন, ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়ার সময় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিভাবকদের হাতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা দেওয়া যাবে।

সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেকোনো ওয়াইফাই ডিভাইসে ইউআরএলে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে। সেটা দিয়ে প্রোফাইল তৈরি করে অভিভাবকেরা শিশুদের জন্য ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তবে এখন পর্যন্ড় কোনো মুাবাবা জানাননি যে তাঁরা এই সুবিধা নিতে চান।

নতুন নীতিমালায় প্যারেন্টাল কন্ট্রোল গাইডেন্স (অভিভাবকদের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশনা) নিয়ে বলা হয়েছে, শিশুদের অনলাইন সুরক্ষার জন্য আই-এসপির প্যারেন্টাল কন্ট্রোল জরুরি। শুধু আজকের শিশু নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত সাইবার দুনিয়া প্রতিষ্ঠা করতে এ পদক্ষেপ নিতে হবে। নিবন্ধনপ্রাপ্ত আইএসপি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জন্য ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক বা অপব্যবহার হতে পারার বিষয়টি সম্পর্কে গ্রাহককে সচেতন করবে। যাতে অভিভাবকেরা ব্রাউজার, সার্চ ইঞ্জিন ও অপারেটিং সিস্টেম সেটিংসের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। প্রত্যেক আইএসপিকে তাদের গ্রাহকদের প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সেবার সক্ষমতা থাকতে হবে এবং তা বিনা মূল্যে হতে হবে। প্যারেন্ট-াল কন্ট্রোল সার্ভিসের মধ্যে ওয়েবসাইট, চ্যাটরুম, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং, ছবি ও ভিডিও ফিল্টার করা, ব্যবহারকারী কার্যকলাপ দেখতে পারা, কেউ সেটিংস পরিবর্তন করতে চেষ্টা করলে সতর্ক বার্তা পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার টেনামেন্ট ভবনের বাসিন্দা তোহফাতুল জান্নাত জানান, তাঁর বাসায় মার্চে ও তাঁর মায়ের বাসায় ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আইএসপি পাল্টে ভিন্ন দুটি নতুন ব্রডব্যান্ড সংযোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর স্কুলপড়ুয়া ছোট ভাই আছে। তাঁদের আইএসপি এ রকম নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আছে বলে জানাননি।

কল্যাণপুরের ১১ নম্বর রোডের বাসিন্দা আমির মোহাম্মদ খানের বাসায় গত ডিসেম্বর মাসে নতুন সংযোগ নেওয়া সময়ও আইএসপি প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের কোনো তথ্য দেয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল নারী ও শিশুর অনলাইন সুরক্ষার বিষয়ে কর্মরত বেশ কিছু ফোরামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি নতুন ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিয়েছি। প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের ব্যবস্থা নিয়ে আমাকে আইএসপি থেকে কিছুই বলা হয়নি। তিনি বলেন, আইএসপিরা চায়, তাদের ব্যবসার প্রসার হোক। তাই হয়তো বাড়িতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জানাতে তত আগ্রহী নয়। সন্তানের সুরক্ষার কথা ভেবে অভিভাবকদেরই এখন সচেতন হতে হবে। গুগল ক্রোমসহ বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থা আছে। প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট রোধ করতে সন্তানের বয়স উলেখ করে আলাদা ইমেইল অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওই ইমেইল ব্যবহার করে যেসব কনটেন্ট দেখবে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিল্টার হয়ে আসবে।

এসব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আইএসপিবি সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম বলেন, বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমে প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সংগঠনের অ্যাকাউন্ট থেকে শিশুদের নিরাপদ ইন্টারনেটের বিষয়ে অভিভাবকদের জন্য সচেতনতামূলক পোস্ট দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে প্রচারের ক্ষেত্রে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আইএসপি লাইসেন্সধারীরা প্যারেন্টাল কন্ট্রোলের বিষয়ে ঠিকভাবে কাজ করছে না উল্লেখ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার প্রথম আলোকে বলেন, এটা তাদের নিবন্ধন পাওয়ার অন্যতম শর্ত। এ শর্ত আইএসপি না মানলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি নীতিমালায় যুক্ত করা হবে। আগামী সপ্তাহে বিটিআরসির সঙ্গে বৈঠক করব। করোনাকালে লক্ষণীয় পরিবর্তন যে টেলিকম অপারেটরদের ভয়েস কল ডেটা কলে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে টেলিকম অপারেটরদেরও প্যারেন্টাল কন্ট্রোল চালু করার ওপর জোর দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইন্টারনেট সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে মহাবিপদ ডেকে আনা হবে।

আগে টাকা, পরে কথা

(৮ম পৃষ্ঠার পর...) হোয়াট ইজ হিজ ডিউটি? তারা রুলস অব বিজনেস পড়েন কি? রাষ্ট্রপতি কি বিভাজন করে তাদের ক্ষমতা দেননি? অনেক ভালো মন্ত্রী এখানে রয়েছেন। তাদের সালাম করি। তাদের লাই-ফস্টাইল শুনলে ভালো লাগে। কিন্তু যারা চালাতে পারেন না, হয়তো নিজেরা দুর্নীতি করেন অথবা দুর্নীতির কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেন।

আমলাদের সমালোচনা করে জাতীয় পার্টির এই এমপি বলেন, আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এখানে বেগমপাড়া নিয়ে বক্তৃতা হয়েছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রে আছে। কানাডায় বেশি। কেউ বলেন এটা কয়েক হাজার। আর একটা সমীক্ষায় এসেছে কয়েকশ। একজন বলেছেন, এক হাজারের ওপরে বেগমপাড়া রয়েছে কানাডায়। কারা করেছেন? তারা কি সব এমপি? নো। ম্যাক্সিমাম সরকারি কর্মকর্তা। কিছু ব্যবসায়ী। আর কিছু আমাদের নষ্ট রাজনীতি বিদ। এই অপদার্থ কিছু রাজনীতিকের কারণে সব রাজনীতির নামে চালানো হয়। রাজনীতিবিদ নয়, বেগমপাড়ায় সবচেয়ে বেশি আছেন আমলারা ও সরকারি কর্মচারীরা। তারা দুর্নীতি করে আগে স্ত্রীর নামে বাড়ি কেনে ছেলেকে পাঠান, পরবর্তী সময়ে নিজে যান।

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশে বলেন, পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা না গেলে দেশের অর্থনীতি সুন্দর করা যাবে না। ঘুস-দুর্নীতি বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। অনেক দয়া দেখানো হয়েছে। আর দয়া বা ক্ষমা নয়।

রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, ২৫ কোটি ডোজ করো-নার টিকা আগামী ৬ মাসের মধ্যে আনতে হবে। এজন্য যত টাকা দরকার আমরা দিতে রাজি। দরকার হলে মেগা প্রজেক্ট কমাতে হবে। ভ্যাকসিনের জন্য বরাদ্দ দিয়ে ভ্যাকসিন আনতে হবে।

বোয়ালমারীতে মাদকসহ আটক

বোয়ালমারী প্রতিনিধি : ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে গাঁজাসহ আটক একজন। গত ২৬ জুন শনিবার দুপুরে উপজেলার ছোলনা গ্রামের মোঃ কাইয়ুম মোল্যা (৩৫) নামের একমাদক ব্যবসায়ীকে তার বাড়ি থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেছেন বোয়ালমারী থানা পুলিশ। এ বিষয়ে থানার ডিউটিরত এসআই রিপন কাজী বলেন, কাইয়ুম মোল্যার নামের ওই ব্যক্তি একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তার নামে মাদকসহ বিভিন্ন অপকর্মের ২০টির মত মামলা রয়েছে থানায়। তাকে তার বাড়ি থেকে মাদকসহ আটক করে থানায় আনা হয়। রোববারে তাকে ফরিদপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

আলফাডাঙ্গায় ভাংয়ের গাছ

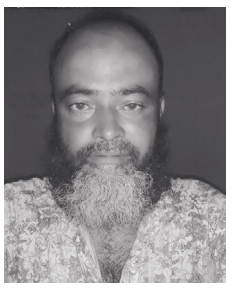

আলফাডাঙ্গা প্রতিনিধিঃ ফরিদপুর জেলার আলফা ডাঙ্গা থানার বাঁকাইল গ্রামের বাসিন্দা মো.রাজু মিয়া (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে ভাংয়ের গাছ সহ গ্রেফতার করেছে আলফা ডাঙ্গা থানা পুলিশ। রোববার (২৭জুন) বেলা ৩ঃ৪৫ টার দিকে আসামী নিজ বাড়ি থেকে নিজ হাতে এ গাছ তুলে দেন, এবং এস আই নজরুল ইসলাম মুন্সি গ্রেফতার করে তাকে থানায় নিয়ে আসেন।

আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, ভাংয়ের গাছ সহ এক ব্যাক্তিকে আটক করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আলফ-াডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

অর্ধেক কারখানা পরিচালনা করছে ডিগ্রিবিহীন কর্মী

বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি ব্যব হারে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। ৪০ শতাংশ কারখানা প্রশাসনিক কাজকর্মে হাতে লেখা নথি ব্যবহার করছে। পণ্যের মান যাচাইয়ে ম্যানুয়াল পরিদর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করছে চার ভাগের তিন ভাগ প্রতিষ্ঠান। কলেজ পর্যায়ের ডিগ্রি নেই এমন লোক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে দেশের অর্ধেক উতপাদন কারখানা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত **গিয়ারিং আপ ফর দ্য ফিউচার অব ম্যানুফ্যকচারিং ইন বাংলাদেশ** শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, কলেজ পর্যায়ের ডিগ্রি রয়েছে এমন লোক দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক ১০ শতাংশ বেশি প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে যোগাযোগ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক বেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে অর্থায়নও প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় তহবিলের ঘাটতি রয়েছে। ব্যবসার খরচ কমাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তদারকি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক ভার্চুয়াল আলোচনার আয়োজন করে বিশ্বব্যাংক। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টিমবন, বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রধান অর্থনীতিবিদ হ্যান্স ট্রিমার, বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বিজিএমইএ এর সভাপতি ফারুক হাসান, সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টিমবন উল্লেখ করেন, তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানিতে বাংলাদেশের সাফল্য প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। সেসঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অটো মেশনের কারণে এ খাতে কর্মসংস্থানের গতি ধীর হয়েছে।

তাছাড়া করোনা মহামারির কারণেও এ খাতের কর্মসংস্থানে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। শ্রমনির্ভর এই খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রধান অর্থনীতিবিদ হ্যান্স ট্রিমার বলেন, বাংলাদেশে নারী-পুরুষ অসমতার কারণে বহু সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাদের জন্য লেভেল পেইং ফিল্ড তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, উতপাদনশীলতা বাড়াতে প্রথমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতি নজর দিতে হবে। কারণ এখানে প্রযুক্তির ব্যবহারে লাভ বেশি ফিরে আসে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, করিগরি উন্নতি করা এগুলোতে আমাদের মনযোগ দিতে হবে। বাংলা-দেশের লক্ষ্য অর্জনে এই সুপারিশগুলো কাজে লাগবে বলে তিনি মনে করেন।

২৪ ঘন্টার সংবাদ পেতে আমাদের অনলাইনে চোখ রাখুন

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
www.banglaexpressonline.com

আপনার শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা ও রেসিপি পাঠানোর শেষ তারিখ প্রতি সপ্তাহের
বৃহস্পতিবার

bangla express
বাংলা এক্সপ্রেস

শতাব্দির কিংবদন্তি বিজ্ঞানী

স্টিফেন হকিং পর্ব-১

জন্ম ও শৈশব

তার বাবা-মা দুজনেই অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতেন, কিন্তু তখন তাদের দেখা হয়নি।
আমরা অনেক সময় যুদ্ধকালীন সময়ের রোমান্সের গল্প পড়ি। তাদের গল্পটা বুঝি অনেকটা সেরকমই। পড়াশোনা শেষ করার পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কিছু সময় পর লন্ডনে তাদের দেখা হয়েছিলো। চারিদিকে জার্মান বোমা পড়ছে, এমন একটা সময়ে মা ইসোবেলের গর্ভে এলেন স্টিফেন হকিং। তার জন্ম হয়েছিলো অক্সফোর্ডেই, ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি। জন্মের আগেই গর্ভবতী মা লন্ডন ছেড়ে অক্সফোর্ডে চলে এসেছিলেন, কারণ লন্ডনে তখন প্রায়ই সাইরেন বাজে; "বোমারু বিমান আসছে"- সেই সাইরেন।

মেধাবী পরিবারেই জন্ম হয়েছিলো তার, এবং মা-বাবা ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দিকে বেশ মনযোগও দিয়েছিলেন। প্রাইমারি স্কুলে অনেকদিন পার করার পরেও হকিং পড়তে পারতেন না, এজন্য তিনি স্কুলকেই দোষ দিয়েছেন। অবশ্য সেটা কেটে গিয়েছিলো কয়েক বছরের মধ্যেই, ইন্টারমিডিয়েটও পাশ করে ফেলেছিলেন অন্যদের চেয়ে এক বছর আগেই, প্রধান শিক্ষকের বিশেষ অনুমতি নিয়ে।

তার আগে অবশ্য আসে হাই স্কুল (শুরু হয় ক্লাস নাইন থেকে, টুয়েলভে গিয়ে শেষ হয়)। বাবা চেয়েছিলেন নামকরা ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলে পড়াতে, কিন্তু বিধি বাম! স্কলারশিপের জন্য একটা পরীক্ষা দিতে হয়, আর সেই পরীক্ষার দিন হকিং অসুস্থ হয়ে পড়লেন, পরীক্ষা আর দেয়া হলো না। আর এত টাকা খরচ করে সেখানে পড়ানোর মত অবস্থাও বাসায় ছিলো না। তাই আগের স্কুল সেইন্ট আলবানস-ই সই! সেখান থেকেই ইন্টার পাশ করেছিলেন তিনি। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, স্কুলে অনেকেই তাকে "আইনস্টাইন" বলে ডাকতো। এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে, বলুন!
অক্সফোর্ডে পড়াশোনা।

১৯৫৯ সাল। হকিং এর বয়স ১৭।

আগেই বলেছি, তার বাবা-মা অক্সফোর্ডে পড়েছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকাতে একটা জিনিস খুব বেশি চলে। বাবা-মা চায়, তাদের সন্তান তাদেরই ইউনিভার্সিটিতে পড়ুক; তারা যে হাউজে থাকতেন, সেই হাউজেরই সদস্য হোক। নিজ নিজ হাউজের জন্য অনেকে অনেক অনুদানও দেয়।

বাবা চাইলেন, "তুমি আমার ছেলে, তুমি আমার মত ডাক্তারি পড়বে"।
ছেলে বললো, "গণিত পড়বো"।
বাবা বললেন, "গণিত পড়লে খাবে কী? তাছাড়া তুমি অক্সফোর্ডে পড়বে, এটা নিয়ে কোনো ওজর আপত্তি শোনা হবে না। অক্সফোর্ডে গণিত বলে কোনো বিষয় নাই"। হুম, ঐ আমলে অক্সফোর্ডে ম্যাথামেটিক্স ছিলো না।
ছেলে বললো, "আচ্ছা, অক্সফোর্ডে পড়বো, কিন্তু ডাক্তারি পড়বো না। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়বো। এটা নিয়ে কোনো ওজর আপত্তি শোনা হবে না।"
এগুলো সম্পূর্ণ আমার মস্তিস্কপ্রসূত কাল্পনিক ডায়লগ, কিন্তু কাহিনী সত্য!

যাই হোক, তরুণ হকিং সাহেব "আইনস্টাইন" ডাকনামটার নামকরণের সার্থকতা যাচাই করে যাচ্ছিলেন অক্সফোর্ডে এসেও। পড়াশোনা নাকি পানিভাত ছিলো তার কাছে। তাকে পদার্থবিজ্ঞানে একাডেমিক কোনো সমস্যা দিলেই সমাধান হাজির- এটা তার তৎকালীন প্রফেসর রবার্ট বারম্যানের এ মন্তব্য। এজন্য পড়াশোনার দিকে তার ধ্যান ছিলো খুবই কম। অনার্স জীবনের তৃতীয় বছরে পড়াশোনা বলতে প্রায় বাদ দিয়ে টোঁটো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, বন্ধু বান্ধব বানানোর দিকে মনযোগ দিলেন।

চতুর্থ বছরে, ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল এমন হলো যে ফার্স্ট ক্লাস নাকি সেকেন্ড ক্লাস- সেটা নির্ধারণের জন্য ভাইভা প্রয়োজন হলো। অমনযোগী ছাত্র হিসেবে ততদিনে তিনি বেশ সুনাম(!) কামিয়েছেন। ভাইভাতে গিয়ে তিনি সেটার সুযোগ নিলেন। ভবিষ্যত পরিকল্পনা জিজ্ঞেস করার পর
তিনি যা বলেছিলেন, সেটা সরাসরি অনুবাদ করে তুলে দিচ্ছি, "যদি আমাকে ফার্স্ট ক্লাস দেন, তাহলে কেম্ব্রিজে চলে যাবো, ওখানে গিয়ে মহাবিশ্বতত্ত্ব পড়বো। যদি সেকেন্ড ক্লাস দেন, তাহলে অক্সফোর্ডেই থাকবো। মনে হয়, ফার্স্ট ক্লাস দিয়ে বিদেয় করে দিলেই ভালো হবে"।
তিনি ভাইভা বোর্ডের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন, ফার্স্ট ক্লাস পেলেন, ইরান থেকে ঘুরে এলেন, শুরু করলেন কেম্ব্রিজের পিএইচডি জীবন। কেম্ব্রিজে পিএইচডির দিনগুলি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল তখন কেম্ব্রিজে পড়াচ্ছেন। হকিং চেয়েছিলেন, তার সাথে কাজ করতে। কিন্তু তাকে সুপারভাইজার হিসেবে পাওয়া গেলো না। হয়েল অনেক ব্যস্ড় ছিলেন, এটা একটা কারণ হতে পারে। যারা হয়েলকে চেনেন না, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি
"আমরা এখন জানি যে, আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অণু পরমাণু কোনো একটা নক্ষত্রের হৃদয়ে তৈরি হয়েছে। কার্ল সেগান এই ধারণাটাকে সবার মধ্যে জনপ্রিয় করে দিয়েছিলেন we are star stuff উক্তি দিয়ে। কিন্তু সেই একাডেমিক গবেষণা করেছিলেন ফ্রেড হয়েল এবং তার সহযোগী গবেষকরা (মার্গারেট বারবিজ,
জেফ্রি বারবিজ, আর উইলিয়াম ফাওলার)। এমন একটা গবেষকের সাথে কাজ করতে না পেরে ভীষণ মন খারাপ হয়েছিলো তার। তবে, তিনি যাকে পেয়েছিলেন, সেটা হকিং এর জন্য শাপে বর হবে একদিন। তার সুপারভাইজার ছিলো ডেনিস সিয়ামা, আধুনিক মহাবিশ্বতত্ত্বের জনকদের একজন। তার সাথে কাজ করতে গিয়ে, প্রথমদিকে নিজের গণিতজ্ঞান নিয়েও ঠোকর খাচ্ছিলেন হকিং। আগেই বলেছি, তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন, আর সেখানে গণিতের জন্য উৎসর্গীকৃত বিভাগও ছিলো না তখন। তবু সাধারণ আপেক্ষিকতা আর মহাবিশ্বতত্ত্ব নিয়ে কাজ শিখে নিতে লাগলেন তিনি। ডেনিসও খুব ধৈর্য নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতেন।

এমন সময় তার বোনের একটা বন্ধু জেইন ওয়াইল্ডের সাথে দেখা হলো তার। ফরাসি সাহিত্যে পড়ুয়া এই মেয়েটার সাথে খুব দ্রুত তার সখ্যতা গড়ে উঠলো এবং সেটা প্রেমেও গড়ালো। এই মেয়েটা না থাকলে হকিং হয়তো হকিং হয়ে উঠতেন না; কারণটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখবো।

মোটর নিউরন রোগ বা অখঝ পেশী নাড়ানো যায় না, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে, শারীরিকভাবে অথর্ব হয়ে পড়ে রোগী, কথা বলা অসম্ভব হয়ে যায়, খাবার গেলা যায় না, আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসও আটকে যেতে থাকে, কারণ এই রোগে পেশী নাড়ানোর জন্য যে নিউরনগুলো দায়ী, সেগুলোর মৃত্যু ঘটতে থাকে আস্তে আস্তে। রোগের নাম মোটর নিউরন রোগ বা Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). এই রোগে আক্রান্ত রোগী মারা পড়ে কয়েক বছরের মধ্যেই। আর সেই রোগে স্টিফেন হকিং আক্রান্ত হলেন মাত্র ২১ বছর বয়সে, ১৯৬৩ সালে। ডাক্তাররা বললো, হাতে আর দু বছরের মত সময় আছে। কোনো কোনো ডাক্তার বললো, ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচবেন না হকিং। (চলবে...)

১ কোটি গ্রাহককে ১০ কোটি ফ্রি মিনিট দিচ্ছে গ্রামীণফোন

করোনা দুর্যোগকালীন এপ্রিল মাসে যারা রিচার্জ করতে পারেননি বা ব্যালেন্স খুবই কম এমন গ্রাহকদের ১০ কোটি মিনিট ফ্রি টক টাইম দিচ্ছে গ্রামীণফোন। জরুরি সেবাদাতা হিসেবে গ্রামীণ ফোন এই সময়ে সাড়ে ৭ কোটি গ্রাহকের জন্য সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতি মিনিট কলরেট ৪৮ পয়সা করেছে। শুক্রবার বিকেলে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান।
তিনি বলেন, দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমাদের আগে কখনও এমন সংকটপূর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। এমন একটি সংকট আসবে এবং সেটি এভাবে আমাদের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, সেটা কেউই চিন্তা করতে পারেনি। তাই এখন সময় সবাইকে এক সাথে এর মোকাবিলা করা।
তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারি নানা কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন সংস্থাসহ সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাকে সত্যিকার-ভাবে উৎসাহিত করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আজ পর্যন্ত গ্রামীণফোনের সব প্রতিশ্রুত উদ্যোগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি টাকা। গ্রামীণফোন শুরু থেকেই কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আসছে এবং সে অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা উদ্যোগের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলায় অবদান রাখছে।
এ প্রতিকূল সময়ে গ্রাহক সেবাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন গ্রামীণফোনের খুচরা ব্যবসায়ীরা।
তাদের কথা চিন্তা করে, এ সঙ্কটের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুচরা ব্যবসায়ীদের সহায়তায় গ্রামীণফোন ১০ কোটি টাকা সমমানের সেফটি-নেট ক্রেডিট স্কিমের ঘোষণা দিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় গ্রামীণফোন ও ব্র্যাকের যৌথ প্রচেষ্টা ডাকছে আমার দেশ উদ্যোগের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এ কার্যক্রমে গ্রামীণফোন ইতিমধ্যে ১ লাখ পরিবারকে ১৫ কোটি টাকার খাদ্যসহায়তা দিয়েছে। এছাড়া করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্ধারিত হাসপাতালে ৫০ হাজার প্রফেশনাল পিপিই দিয়েছে গ্রামীণফোন। এসময় গ্রামীণফানের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা সাজ্জাদ হাসিব, প্রধান যোগাযোগ কর্মকর্তা খায়রুল বাসার অংশ নেন।

চোখের চেয়েও ভালো ক্যামেরা আনছে স্যামসাং

গত বছর স্মার্টফোন ক্যামেরার জন্য ৬৪ এমপি ইমেজ সেন্সর মডিউল নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছিল স্যামসাং। এরপর আসছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২০ আল্ট্রার ১০৮ এমপি ক্যামেরা সেন্সর। এবার তারা যে প্রযুক্তি নিয়ে আসার কথা ভাবছে, তা শুনলে আপনি চমকে উঠতে পারেন।
এক প্রতিবেদনে স্যামসাং-এর শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মানুষের চোখের রেজুলেশন মোটা মুটি ৫০০এমপি। অথচ অত্যাধুনিক সব ডিএস এল আর ক্যামেরা ও স্মার্টফোন ক্যামেরা ৪০ এমপি আর ১২এমপি সেন্সরের বেশি দেয় না। তাই মানুষের দৃষ্টিশক্তির সমান হয়ে উঠতে গেলে এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে ক্যামেরা সেন্সরকে। তাই তাঁরা এমন ক্যামেরা সেন্সরের কথা ভাবছেন, যার রেজুলেউশন ৬০০এমপির-ও বেশি হবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রেজুলেউশন ও পিক্সলের মধ্যে ভারসাম্য রাখা মুশকিল। ছোট পিক্সেল ইমেজের গুণমান খারাপ করতে পারে। স্যামসাং তাই কাজ করছে অ্যাডভান্স পিক্সল উইনিং টেকনোলজির ওপর। তবে স্যামসাং যে ৬০০ এমপি ক্যামেরা সেন্সরের ওপর কাজ করছে, তা স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যাবে না। তবে স্মার্ট কারের মত ডিভাইসে ব্যবহার করা যেতে পারে।

লকডাউন তামাশা -মির্জা ফখরুল

করোনা মোকাবিলায় সরকারের ঘোষিত ফের লকডাউন তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার সাত দিনের জন্য পুনরায় লকডাউন ঘোষণা করেছে- যা এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে।

ফখরুল বলেন, সরকারের অযোগ্যতা এবং জবাব-দিহিতা না থাকার কারণে লকডাউন সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। যারা দিন আনে দিন খায়, বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের খাদ্য ও নগদ টাকার ব্যবস্থা না করে লকডাউন কখনোই কার্যকর হতে পারে না। আসলে করোনা মোকাবিলায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই।

শনিবার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমা-নের সভাপতিত্বে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত জানাতে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যা-লয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হয়। এ সময় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স এবং তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন নসু উপস্থিত ছিলেন।

লকডাউন কেন তামাশায় পরিণত হচ্ছে- প্রশ্ন করা হলে মির্জা ফখরুল বলেন, কেন তামাশা নয়। এর আগে লকডাউ নের নামে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো। সেই ছুটিতে দেখা গেল শ্রমিকরা একবার বাড়ি গেল, আবার তারা ফিরে এলো। শনিবার আবার লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হলো। একটা লকডাউন তো চলছে এখন। বাইরের জেলাগুলোর সঙ্গে রাজধানীর যোগা যোগ বন্ধ। যার ফলে কী হচ্ছে? মানুষে হেঁটে রওনা দিয়েছেন ঢাকার দিকে। একদল লোক যাচ্ছে ছুটি সাত দিন মনে করে।

আবার আরেক দল ঢাকায় ফিরছে। এই যে অবস্থাগুলো আপনি আগে চিন্তা করবেন না কী হতে পারে? নানা নামে লকডাউন ব্যবহার করে তামাশা করছে।

এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে ভালো আছে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকদিন উনার (খালেদা জিয়া) চেকআপ হয়। রাতে উনার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা চেক আপ করেন। সপ্তাহে একদিন করে এখন গোটা টিম তাকে দেখবেন। তাকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার বিষয়ে দলীয় উদ্যোগ সচল আছে। এই বিষয়ে অগ্রগতি হলে আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে জানাব।

আগে টাকা, পরে কথা

প্রশাসনের সর্বত্র ঘুস-দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন সংসদে বিরোধী দলিয় নেতা জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ডা. রুস্তম আলী ফরাজী। তিনি বলেছেন, সরকারি দপ্তরে ঘুস ছাড়া কোনো কাজ হয় না। ভূমি, পুলিশ ও বন থেকে শুরু করে প্রতিটি দপ্তরে কাজ করতে গেলে ঘুস দিতে হয়। ঘুস ছাড়া থানায় মামলাও করা যায় না। আগে টাকা, তারপর কথা। ঘুস ছাড়া যিনি কাজ করতে পারেন, তিনি ভাগ্যবান। সোমবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

স্বাস্থ্য খাতের কেনাকাটা প্রসঙ্গ টেনে রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, সার্জিক্যাল মাস্কের দাম কোনোটি চার টাকা, কোনোটির দাম একটু বেশি। কিন্তু মন্ত্রণালয় এগুলো কিনেছে সাড়ে তিনশ থেকে সাড়ে চারশ টাকা করে। প্রতিটি মাস্কে সত্তর থেকে আশিগুণ টাকা লুটপাট হয়েছে। তারা আইসোলেশন, কোয়ারেন্টিন বুঝে না। এই করোনার সময় যদি কেনাকাটায় আকাশচুম্বী দুর্নীতি করে, তাহলে দেশ কী করে এগোবে? বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কী করে বাস্তবায়ন হবে। চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া আকাশে-বাতাসে বক্তৃতা দিয়ে, ৭ মার্চের ভাষণ বাজিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করা যাবে না। তার ধ্যানধারণা চিন্তার বিষয়টি মনে করতে হবে। তিনি বলেন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। অন্যায়-অত্যাচার ও দুর্নীতি বন্ধ করা গেলে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেত। এমন কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা ক্ষেত্র নেই যেখানে ঘুস ছাড়া কেউ কোনো কাজ করাতে পারেন। আর কেউ পারলে তিনি ভাগ্যবান। ভূমি অফিসে গেলে এসি ল্যান্ডকে ঘুস দেওয়া লাগবে। আরেক জায়গায় গেলে তহশিলদারকে ঘুস দেওয়া লাগবে। একটু বড় কাজ হলে ইউ.এন.ও.কে (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) টাকা দেওয়া লাগবে। আরও বড় হলে ডিসি সাহেবকে টাকা দেওয়া ছাড়া হবে না। থানায় তো দারোগা বাবুরা। আপনে মার খাবেন। আপনার লোক আহত হবে, নিহত হবে। এরপরও এফআইআর করতে গেলে আগে টাকা তারপর কথা। এটা কেমন ব্যাপার। ব্রিটিশ আমলেও সবাই ঘুস খেত না। পাকিস্তান আমলেও সবাই খেত না। এখন একেবারে প্রত্যেকেই।

ওখান (থানা) থেকে শুরু করে সার্কেল এএসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, এসপি-আর কতদূর উপরে আছে জানি না। এর উপরে বললে লাভ কী?

রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, বন, ভূমিসহ অন্য যে দপ্তরে যাব, একই অবস্থা দেখব। জনপ্রশাসনেও করাপশন। স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দুর্নীতি নেই। মন্ত্রীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আজকে যারা মন্ত্রী আছেন, তাদের দায়বদ্ধতা কী? সবাই গিয়ে হাত তোলেন প্রধান-মন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী কি মাস্ক কিনবেন? তিনি কি ভূমি অফিসের তহশিলদারের ঘুস ঠেকাবেন?

তিনি কি ওসি ও এসপির ঘুস ফেরাবেন? হোয়ার আর দ্য মিনিস্টারস? *(বিস্তারিত ৬ পৃষ্ঠায়..)*

দুই মণ আমে এক কেজি খাসির মাংস!

শিবগঞ্জে এক কেজি মাংস কিনতে বিক্রি করতে হচ্ছে প্রায় দুই মণ আম! সরেজমিনে মাংসের বাজার ঘুরে কসাই ও ক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, গরুর এক কেজি মাংসের দাম ৬০০ টাকা, খাসির এক কেজি মাংসের দাম ৮০০ টাকা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম কানসাট আমবাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতারা জানিয়েছেন, ফজলি আমের দাম মাত্র ৪০০ টাকা মণ।

কানসাটের আমবিক্রেতা শেরপুর ভান্ডারের লাল্টু জানান, নিজ বাগানের এক ভ্যানে চার মণ ফজলি আম নিয়ে সকালে এসেছি। বেলা ৩টা পর্যন্ত আম বিক্রি করতে পারিনি। দাম চেয়েছি ৫৫০ টাকা মণ। ক্রেতা বলছে ৪০০ টাকা মণ।

তিনি আরও জানান, চার মণ আমের পাকা ওজন দিতে গিয়ে দিতে হচ্ছে পাঁচ মণ আট কেজি আম। অর্থাৎ, ৫২ কেজিতে মণ। তারপর আবার মহরিল (হিসাবকর্মী) নিচ্ছেন মণপ্রতি একটি, কয়েলি বাবদ নিচ্ছে মণপ্রতি একটি, আবার শ্রমিকেরা নিচ্ছে ভ্যানপ্রতি প্রায় দুই কেজি করে। সব মিলিয়ে চার মণ আমের পাকা ওজনে দিতে হচ্ছে পাঁচ মণ ১২ কেজি।

আমবিক্রেতা জেম আক্ষেপ করে বলেন,ওহায় রে আম। যার দাম এতই কম যে বাজারে ফজলি আম দুই মণ বিক্রি করে বড়জোর এক কেজি খাসির মাংস কেনা যায়। শুধু জেম নন, জেলার হাজার হাজার আমচাষি ও ব্যবসায়ীদের একই অবস্থা। কানসাট বাজার এলাকার প্রায় ৭৫ বছরের জনৈক মুরব্বি বলেন, আমার জীবনে আমের এত বেহাল দশা কোনো দিন দেখিনি।

শিশু ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে আলফাডাঙ্গায় মানববন্ধন

ফরিদপুর প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে আলফাডাঙ্গা "বন্ধন যুব সংঘ" এর সদস্যরা।

২৫ জুন (শুক্রবার) সকাল ১১টায় নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধনে বন্ধন যুব সংঘের কয়েকশো সদস্য অংশ নেন, সাথে অংশ নেয় এলাকার জনসাধারণ ও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।

এসময়ে তাদের হাতেওধর্ষণ মুক্ত বাংলাদেশ চাই, ছয় মাসের মধ্যে ফাঁসি চাই ধর্ষক আকিদুলের ফাঁসি চাই" এ ধরণের তিরস্কারমূলক স্লোগান সম্বলিত প্লেকার্ড ধারণ করে। মানববন্ধনে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি জন সমক্ষে মৃত্যুদন্ড দাবি করা হয়।

বন্ধন যুব সংঘের যুগ্ম আহবায়ক দুর্জয় রহমান জানান, ধর্ষকদের সামাজিক ভাবে বয়কট করা হোক। পাশাপাশি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত করতে হবে। যেন পরবর্তীতে এমন ঘৃণ্য অপরাধ কেউ করার সাহস না পায়।

বন্ধন যুব সংঘের সিনিয়র সদস্য বকুল মুন্সি বলেন, বিচারে দৈন্যতার কারণে ধর্ষণ আজ দেশব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদেরকে নারীকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর থেকে নারী সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা দূর করতে হবে।

সাপ্তাহিক
bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক বাংলা এক্সপ্রেস পত্রিকায় সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আলফাডাঙ্গা উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মঠ, সৎ ও সাহসী কিছু প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। যারা সংবাদ ও প্রকাশনার সাথে স্টাফ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তারাই কেবল আবেদন করতে পারবেন।

পদবীঃ ইউনিয়ন প্রতিনিধি
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি. পাশ
যোগাযোগঃ
মোঃ হারুনুর রশীদ
সম্পাদক, বাংলা এক্সপ্রেস।
অথবাঃ bex.news24@gmail.com
সরাসরি সাক্ষাৎ ঃ ০১৭২৭-১৮৩৩৯৩

সম্পাদক ও প্রকাশকঃ মোঃ হারুনুর রশীদ, নির্বাহী সম্পাদকঃ মামুনুর রশীদ, বার্তা সম্পাদকঃ মোঃ ইয়াসিন সেলিম, সহ-বার্তা সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ আল শাহীন, বিভাগীয় সম্পাদকঃ আজিজুর রহমান দুলাল।
আমিরাত ব্যুরোঃ সৈয়দ খোরশেদ আলম । প্রকাশক কর্তৃক ১০/সি, নয়া পল্টন (নিচতলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও পারভেজ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৬/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।